প্রেমরাগ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

BIR CHANDRA PUBLIC
LIBRARY

This book is returnable on or before
the date last stamped.

প্রেমরাগ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ
১নং ওল্ড মিল রোড, নয়া দিল্লী

১লা আষাঢ়, ১৩৫৪
মূল্য তিন টাকা

আর্ট প্রেস
২০ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীমৃণালচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত

এমনি কত ফুল
বেদনা ভয় ভুল
গোপনে ঝরিয়া গেছে বনে ;
এমনি কত গীত
জাগায়ে এ নিশীথ
মূরছি’ মুছিয়া মরে মনে ।

সে বনে তুমি এলে
পরশ তব পেলে
বিকশি’ উঠিত সুখে তারা ;
তোমারি হিয়াকোণে
এ গান দিন গোণে,
ধ্বনিবে তোমার পেলে সাড়া ।

কবি-পরিচিতি

বৃহত্তর বঙ্গের সুদূর উত্তর-পশ্চিম দিক্‌দেশে সমুদিত একজন নূতন কবিকে আজ আমরা বঙ্গ সরস্বতীর কাব্যকুঞ্জে স্বাগত অভিবাদন জানাইতেছি। নবাগতের নাম, ঠিক কবি হিসাবে না হইলেও, ইতিপূর্ব্বেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হইতে রাজশেখর বসু পর্য্যন্ত যথাকালে তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত 'ইয়োরোপা' গ্রন্থের শুভ অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

'প্রেমরাগ' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য পুস্তক। ইহাতে ৭০টি লিরিক কবিতা সমাবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কবিতায় ভাব ও সুরের ঐশ্বর্য্য, ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্য এবং রসানুভূতির বিশিষ্ট পরিচয় আছে। অবহিত চিত্তে পাঠ করিলে চিন্তার গভীরতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যাত্রারম্ভের নবীন উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও ধ্যান-গম্ভীর সংযমের নিঃসন্দেহ সন্ধান মিলে। কবির কাব্যসাধনা যে সার্থক হইয়া উঠিবে ইহা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের এত অল্পকাল মধ্যে কাব্যসৃষ্টির মৌলিক সফলতা যে কোনও কবির পক্ষে অসাধ্য না হইলেও অতিশয় দুঃসাধ্য। তাই আশার ও মৌলিক সৃষ্টি কুশলতার আলোক দেখিতে পাইলেই আমরা আনন্দিত হইয়া উঠি এবং সেই কবিকে শুভ সম্মান জানাইবার যে স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মে তাহা তাঁহার কবিধর্ম্মের একাগ্রতা ও তপস্যানিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেরই স্বরূপ।

এযুগে অনেক নূতন কবির রচনায় কষ্ট কল্পনা ও কৃত্রিমতা দোষের আধিক্য দেখিয়া যেমন দুঃখ ও নৈরাশ্য জাগিয়া উঠে, বর্ত্তমান কবির রচনায় সেইরূপ স্বচ্ছ আন্তরিকতা দেখিয়া আমরা সেই পরিমাণে উল্লসিত হইয়া উঠি এবং সেই কারণেই আমরা তাঁহাকে দ্বিগুণতর উৎসাহে বরণ করিয়া লইতে চাই। কারণ জানি আন্তরিকতাই কবি-প্রাণের সত্যকার পরিচয় এবং কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মত সেই প্রকৃতিগত পরিচয় যে কবি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন বাণীকুঞ্জে তাঁহার অকুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার আছে।

কবিতাগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত বা আদর্শগত প্রণয়ধর্ম্মী কিন্তু সচরাচর দৃষ্ট প্রেমের কবিতার সুলভ রূপ হইতে এগুলি স্বতন্ত্র ও ভিন্নগোত্রীয়। মাত্র দুঃখবিলাসে নয়, সুষ্ঠু বলিষ্ঠতায় ইহাদের জন্ম। অহেতুক উচ্ছ্বাসে নয়, উদারতা ও সংযমে ইহাদের সৃষ্টি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রেমের পরিস্ফুট রূপমূর্ত্তিটি বহিঃপ্রকৃতির আভরণ পরিহার করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতিতে আবরণ লাভ করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যই আমাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে এবং কাব্য গ্রন্থের 'প্রেমরাগ' নামটিও সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনা সমালোচনা সাহিত্যের অঙ্গীভূত। এই ক্ষুদ্র রচনা কবি-পরিচিতি মাত্র।

ইলাবাস' }
বালিগঞ্জ }

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভূমিকা

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবধারা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা যে স্বভাবতঃ ঘটিতেছে তাহা নহে। বর্ত্তমান যুগের কবিরা তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবার জন্য ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করিয়াই সে প্রভাব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় কবিগণের ধারা অনুকরণ করিতেছেন। 'প্রেমরাগে'র কবি এই ক্রমোপচীয়মান সাময়িক অনুকৃতির ধারা অবলম্বন করেন নাই কিন্তু ক্রমবিলীয়মান রবীন্দ্র প্রভাবকে এড়াইবার সচেতন চেষ্টা না করিয়া চিরন্তনী কাব্যধারা অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের নবোদ্ভিন্ন কবিগণ নরনারীর প্রেমরাগকে যে anti-romantic দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন এই কবিতাগুলি সেই দৃষ্টিতে দেখার ফল নয়। পক্ষান্তরে প্রেমের যে sensuous দৃষ্টিভঙ্গি আমরা কালিদাস, বৈষ্ণব কবিগণ এবং কীট্‌স্, টেনিসন, বায়রণ প্রভৃতি বিদেশী কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করি তাহাও ইহাতে নাই। ব্রাউনিং, শেলী, রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে প্রেমরাগকে উপভোগ করিয়াছেন এবং উপভোগের আনন্দকে বাণীরূপ দিয়াছেন 'প্রেমরাগে'র কবির মধ্যেও সেই দৃষ্টি ভঙ্গি পাই। তাহার প্রেমের উৎস কবিচিত্তের subjectivity—object বা প্রেমের পাত্র আশ্রয়, আলম্বন বা উপলক্ষ মাত্র। কবি আত্মহৃদয় বিগলিত প্রেমরাগকে নিজে তদ্গত হইয়া উপভোগ করিয়াছেন এবং সেই উপভোগের আনন্দকে এই কবিতাগুলিতে বাণীরূপ দিয়াছেন।

কবির প্রেমাবেগ সর্ব্বত্র সংযত, শুচি, অপ্রমত্ত, অনুদ্ধত ও প্রশান্ত। কোথাও উদ্বেলতা, উচ্ছলতা বা আবিলতা নাই। 'প্রেমরাগে' চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রমত্ত উৎক্রোশ, কুরর-কুররীর আর্ত্তনাদ বা ডাহুক-ডাহুকীর বক্ষবিদারী কণ্ঠরব নাই। কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় যেন নিদাঘ-মধ্যাহ্নে গৃহবলভির সুখনীড়ে সদ্যোজাগরিত কপোত কপোতীর স্বত উৎসারিত কলকূজন শুনিতেছি। 'প্রেমরাগে' মিলনের মাদকতাও নাই, বিরহের হাহাকারও নেই। ইংরেজীতে যাহাকে বলে intellectualisation of emotion কবির তাহাই বৈশিষ্ট্য।

কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্যে ও গঠনসৌষ্ঠবে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কথা মনে পড়ে। এক শ্রেণীর কবিতার প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র ছন্দে রচিত। ভাবের উপযোগী করিয়া ছন্দোনির্ব্বাচনের নিপুণতা ও ছন্দের সহিত ভাবের রাজযোটক রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না।

এই প্রগল্‌ভ নির্লজ্জ অমিতভাষণের যুগেও ভাবপ্রকাশ ও রসসৃষ্টির পক্ষে যতগুলি শব্দ অপরিহার্য্য কেবল সেই শব্দগুলিকেই কবি ছন্দে রূপায়িত করিয়াছেন। শব্দের পল্লবজালে কোথাও ভাবের কুসুম সমাচ্ছন্ন হয় নাই।

পাঠকের রসবোধের প্রতি কবির শ্রদ্ধা আছে। তাই তিনি এক পংক্তি রসঘন উক্তির তিন চার পংক্তি ব্যাখ্যা দিয়া কবিতার আয়তনকে আয়ততর করিয়া তুলেন নাই।

প্রেমের গীতিকবিতায় প্রকৃতিরও স্থান আছে কিন্তু তাহা গৌণ। কবি তাই প্রকৃতির নিজস্ব জীবন্ত সত্বা ও স্বাতন্ত্র্য

স্বীকার না করিয়া তাহাকে রসাবেষ্টনীর অঙ্গীভূত অথবা উদ্দীপন বিভাবের আশ্রয় স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

'প্রেমরাগের' অধিকাংশ কবিতা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিদ্বৎ সমাজে সাগ্রহ সমাদর লাভ করিয়াছিল। কবির ইহাই কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাই কুণ্ঠা সহকারে তিনি প্রথম কবিতার নামকরণ করিয়াছেন 'কবি আমি নই'। এ কুণ্ঠার প্রয়োজন ছিল না কারণ তিনি বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'প্রেমরাগ' তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইলেও প্রথম গ্রন্থ নয়। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'ইয়োরোপা' তাহার প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি। সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচায়িত করিয়াছেন তাঁহার নূতন করিয়া পরিচয় পত্রের প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

আমি তাই আমার এই ভূমিকাটিকে পরিচায়িকা না বলিয়া সংবর্ধনা বলিতে চাই। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের পক্ষ হইতে এই কনীয়ান্ সতীর্থটিকে পরম সমাদরে বাংলার কাব্যতীর্থে আমরা বরণ করিয়া লইতেছি। ইতি—

'সন্ধ্যার কুলায়'
টালিগঞ্জ

শ্রীকালিদাস রায়।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

কবি আমি নই ১
প্রেমরাগ ৪
সন্ধ্যাস্বপ্ন ৬
স্বপ্নরাত্রি ৯
কৈশোর ব্যাকুলতা ১১
বিদায় কৈশোর ১২
বসন্ত উচ্ছ্বাস ১৬
দোলরাগ ১৯
কালি শুক্লা বসন্তের রাতে ২৩
বসন্ত বিদায় ২৪
উজ্জীবন ২৮
সুদূর ২৯
আহ্বান ৩০
সাধনা ৩১
গোপন প্রেম ৩২
বাধা ৩৩
মাঝেতে বিচ্ছেদ নদী ৩৪
প্রতীক্ষা ৩৫
পড়ে মনে পড়ে ৩৬
জন্মদিনে ৩৮
স্মরণ ৩৯
আমি ৪০

বিষয় পৃষ্ঠা

'উইপিং উইলো' … … … ৪১
স্বীকার … … … ৪৪
আজি স্তব্ধ প্রবাস সন্ধ্যায় … … ৪৫
নীরবতা … … … ৪৬
বিদেশিনী … … … ৪৭
ব্যথা … … … ৫০
অভিযোগ … … … ৫১
আমারে চেয়ো না তুমি … … … ৫৩
তোমারে চাহি না আমি … … … ৫৪
কলহান্তরিতা … … … ৫৫
গোপন … … … ৫৬
অপরাজিতা … … … ৫৭
অভিমান … … … ৬০
ভালবেসো … … … ৬১
ভালবাসি … … … ৬২
সাথী … … … ৬৩
সাথের চলা … … … ৬৪
দেহ … … … ৬৬
সাগরিকা … … … ৬৭
ধ্রুবতারা … … … ৬৯
তন্ময়ো বিরহে … … … ৭০
আমারে কি দিবে … … … ৭১
শ্রেষ্ঠ দান … … … ৭২
চাওয়া পাওয়া … … … ৭৩
একান্তে … … … ৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিশোর প্রেম	৭৭
বিদায়	৭৮
সম্বল	৮০
আলো	৮১
বিপ্রলব্ধা	৮২
পরিচয়	৮৬
আমারে ভুলিয়ো	৮৭
অবিস্মরণীয়	৮৮
মনে রেখো	৯০
ভুলিব না	৯১
রাখী	৯২
স্বপ্ন	৯৪
একা	৯৫
সংসারাতীত	৯৬
আষাঢ় দিবসে	১০১
নব মেঘদূত	১০২
চিরদিনের সুর	১০৫
বন্ধু	১০৬
পরম মুহূর্ত্ত	১১০
পূর্ণিমা	১১২
প্রত্যাবর্ত্তন	১১৫
মিলন	১১৬
নবজন্ম	১১৮

কবি আমি নই

তোমার দু'হাতে ধরি, ভুলো মোরে, করো মোরে ক্ষমা
ভুলো আমি কবি,
বিস্মৃতির শূন্য গর্ভে হোক্ লুপ্ত স্মৃতি নিরুপমা,
মুছে যাক্ সবি ;
বর্ষার পূর্ণিমা রাতে জেনো আমি কবি নই শুধু,
তোমার হৃদয়-পাত্রে আসি নাই ঢেলে দিতে মধু,
নাহি সাধ পুষ্পমাল্যে, এত দিন সঞ্চিত অমিয়ে
ছন্দ-মগ্ন হিয়ে ।

ভুলো, যদি কোনো দিন আনন্দের সুধা প্রস্রবণে
ঢালিয়া হৃদয়ে,
করে থাকি চিত্ত জয়, চুপি-চুপি তোমার শ্রবণে
উৎকণ্ঠিত হয়ে
কয়ে থাকি কোনো কথা, যদি কভু বিবশ অধীরে
তোমারে জাগায়ে থাকি কল্লোলিত বেদনার তীরে,
—উন্মোচি' হৃদয় তব কুণ্ঠামৌন লাজত্রস্ত ক্ষণে
কবির লিখনে ।

প্রেমরাগ

জীবনের কোনো দিন অনন্তের ক্ষণেক আভাস
পারিবে না কবি
আঁকিয়া দেখাতে তোমা বৃথা খুলি' বাহিরের বাস—
অসম্পূর্ণ ছবি ;
যে কথা ব্যথায় ভরি' কহিয়াছি—অলস সঞ্চয়,
আনন্দ যা সে ত শুধু কল্পনার দীন পরিচয়,
একান্ত যা আপনার রহিল তা' গভীর গোপনে
নিশান্ত স্বপনে ।

তাই আমি কিছু নহি, নহি স্রষ্টা, প্রকাশের দূত,
কবি আমি নই ;
কত চেষ্টা করিলাম রচিতে যা সুন্দর অদ্ভুত,
কোথা ছন্দ-ময়ী !
ভুলে যাও কে বা কবি, কে সাজায় অপরূপ ডালা,
মুগ্ধ মনে বসিল কে পূজাপীঠে, মন্দারের মালা
ধন্য হল কার গলে ; খুঁজিয়ো না তোমার কবিরে
বহু জন ভীড়ে ।

কবি আমি নই

হেথা ক্ষুদ্র গৃহকোণে নাই সভা, নাই কোলাহল,
উৎসুক নয়ন
বাহিরে ঘুরিয়া ফিরে, অশ্রু চিন্তা বেদনা বিফল ;
কুসুম চয়ন
করিতে হবে না হেথা প্রয়োজনে আদেশে মাগিয়া,
তোমার রজনীগন্ধা বিকশিবে আমারি লাগিয়া,
বিসারি' লোচন মন নেহারিব প্রেমমুগ্ধ ছবি ;
নহি আমি কবি !

অসম্পূর্ণ কবিতার অসমাপ্ত ভূষণ-শিঞ্জনে
ডুবায় কথারে,
প্রাণ যাহা দিতে চায় ব্যর্থকাম হৃদয় রঞ্জনে
এ নীরবতারে
নাই বা ভাঙিনু ভুলে তাই দিয়ে ; যাক্ যাক্ দূরে,
পারি না যে সাধ তোর মিটাইতে কবিতা মধুরে,
তুমি শুধু তৃপ্ত রও ফুটাইয়া প্রেম পদ্মরাগ—
সেই সত্য থাক্ ।

প্রেমরাগ

আমার উদয় শৈলে প্রেমরাগ সদা ঝলমল,
হে প্রফুল্ল বিকচ কমল,
সংসারের যে সায়রে উচ্ছলিত বারি রাশি 'পরে
স্বপনে দোদুল দোল তরঙ্গিত হিন্দোলের ভরে
তাহাতে পড়ুক আসি' নবোদিত আমার কিরণ,
যদি ভালো লাগে তব বর তারে খুলি' আবরণ
হিয়া মাঝে স্বপ্নসমারোহে
প্রেমাবিষ্ট মোহে।

নিত্য মায়ামহোৎসব তব তরে মর্ম্মের জগতে,
এ ধরার কণ্টকিত পথে
কল্যাণ কামনা সনে পাতি' দিব প্রেম আস্তরণ—
সেই পথে যাবে তুমি, পুষ্প 'পরে পড়িবে চরণ,
আস যদি সেথা তুমি কল্পনার কত আলিম্পনে
কত রূপে সাজাইয়া হেরি তোমা' মুগ্ধ তৃপ্ত মনে ;
এ জীবনে তব প্রিয় সুর
বাজে সুমধুর।

প্রেমরাগ

আমার বরষা নভে পরিপূর্ণ দশ দিশ ঝাপে,
বেণুবন থর থর কাঁপে,
মুছে গেছে সারা বিশ্ব, কোথা দিক্ কোথা পথ নাহি,
একান্ত নীরবে তরী দুঃখস্রোত মাঝে চলে বাহি',
বিপুল জীবন নদে কোথা পার, কোথা আলো শিখা !
সহসা সরাই আমি অন্ধকার মেঘ-যবনিকা,—
রবি-রশ্মি ঝলকিয়া ঝরে
তব মুখ 'পরে ।

আমার নির্মেঘ নভে বিসারিয়া সচঞ্চল পাখা
দলে দলে চলিছে বলাকা,
নির্জ্জন বালুর 'পরে শ্বেত শুচি কাশ কুন্দ রাশি
অম্লান অশোক মুখে জানাইছে তোমা শুভ হাসি,'
যে বনান্তে শ্যামলিমা পত্র পুষ্পে সুশোভন হারে,
যে ক্ষেত্রেতে স্বর্ণ-শস্য মুঠি মুঠি লক্ষ্মীর সম্ভারে,
সেথা শোভে তব জ্যোতিরেখা
শুভ্র অভ্র লেখা ।

আমার বসন্ত দিল কত নব প্রিয় পুষ্পহার,
পরাণের শ্রেষ্ঠ উপচার—
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী, ফুটে কলি, জাগে পূর্ণ শশী,
ঘেরি' তব মূর্ত্তিখানি মূরছিয়া রহে মধু নিশি,
পুষ্প 'পরে হাসে পুষ্প, তৃণ 'পরে নব তৃণ দল,
অনন্ত যৌবন রঙ্গে নাচি' চলে পরাণ চঞ্চল ;
তুমি শুধু থেকো হাসি মুখে
অনন্ত কৌতুকে ।

সন্ধ্যাস্বপ্ন

হায়
আসিল বিদায়,
উৎসবের আয়োজন মাঝে
মোহিনী সোহিনী তাই সহসাই বাজে,
বেলা শেষ হয়ে আসে, মুছে যায় প্রান্তরের ছায়া
নয়নে স্বপন রচি' বিছাইয়া নবতর মায়া,
দিন চলে যেতে চায়, অস্ফুট বেদনাধ্বনি
ছল ছল জল মাঝে শুনি ;
শেষ সব কাজ
আজ।

তাই
কথা কার পাই
শুনিতে অন্তর মাঝে ; মন
কার সম্ভাষণ তরে হয়েছে উন্মন,
কার ব্যগ্র আলিম্পন অনন্ত আকাশ মথি' আসে
কার মৌন ব্যাকুলতা উতলা মাতাল বায়ু শ্বাসে,
অধীর অথির হ'ল পরাণ চঞ্চল,
উচ্ছ্বসিল কম্প্র বনতল ;
পাইনু সহসা
ভাষা।

সন্ধ্যাস্বপ্ন

এই
ম্লান দিবসেই
ভুলাইয়া স্বপন আমার
অস্তরাগে ভরে গেল অন্তর আমার,
বসন্তের ঝরা ফুল পরাগ ছড়ানো পথ বেয়ে
পরিপূর্ণ হরষের রসে ভরা পাত্র তরে চেয়ে
বিফলে জাগিছে আশা ; তারি তরে সুখ,
আশাহীন অবসন্ন বুক,
বিফল বেদনা ?
না, না !

দিনে
শুধু তারে বিনে
মুছে গেল পৃথিবীর আশা,
ধরা তলে ভেঙ্গে পড়ে কল্পনার বাসা,
সোণার কমল ফুটি' অপ্রকাশে কোথা হয় হারা,
বিজন আঁধার কোণে তরু শাখা মিছে দুলে সারা,
রূপের মন্দির তলে নাহি রূপলেশ,
ক্ষণপ্রভা ছলনার বেশ ;
স্বপ্ন সহচরি,
মরি !

মধু
আলোকের শীধু
উদ্বেলিত দিবাসিন্ধু তটে
হাসির হেমাভা ছোঁয়া দিগন্তের পটে
সুখসুপ্তি তরে ম্লান ঘনাল আঁধার সাঁঝ শেষে ;
ধীরে জাগে শুকতারা, আধফোটা পুষ্পকলি হাসে,
আনন্দের অলক্তক কল্পনার ডালি
সবি আছে প্রেমদীপ জ্বালি' ;
আর নাই, তাই
যাই।

গানে
গেছ অস্ত পানে,
অচল শিখরে তব তরে
স্বপ্ন-মৌন সুধা রহিবে অনন্ত ভ'রে ;
আমি যাব ভুল পথে, সেথা কাঁটা বিঁধিবে চরণে,
মোরে হেরি' পাণ্ডু শশী নভ তলে বরিবে মরণে ;
হে মানসী, কল্যাণ কামনাখানি রাখি'
চলে যাবে কোন্ পথে পাখী—
তারে বেস ভালো ;
আলো !

স্বপ্নরাত্রি

বহু যুগ পরে
ফিরিলাম স্বপ্ন পরে প্রেয়সীর ঘরে
বিহ্বল আবেশে সুখে যেথা শুক্লা রাতি
মাধবীর তৃপ্ত হাসি রাখিয়াছে পাতি'
নির্ম্মল শয্যার 'পরে; সুষুপ্তা যামিনী
তার মাঝে সুপ্তা মোর স্থির সৌদামিনী;
বহু বর্ষশেষে
হেরিনু বধূরে পুন পরম নিমেষে।

এ মুহূর্ত্তটীরে
চঞ্চল জীবন মাঝে শ্রেষ্ঠ সাধে ঘিরে
কেমনে অক্ষয় রাখি পরিবর্ত্তনের
স্রোত হ'তে দূরে? মোর প্রথম ক্ষণের
ব্যাকুল হৃদয় বার্ত্তা মধুরে গুঞ্জরি'
অনুরাগে হর্ষে লাজে দিব তারে ভরি'—
শুধু দুটী কথা,
বাণীতে ধরিবে রূপ রাত্রি নীরবতা।

প্রেমরাগ

সেই ত মোদের
চঞ্চলের মাঝে তবু অনন্ত বোধের
পরিণত ক্ষণটুকু, আশা ভরা হিয়া,
গীতচ্ছন্দে মধুগন্ধে হাতে হাত দিয়া
নীরবে বসিয়া থাকা গভীর রাত্রিতে,
পাশাপাশি দুটী প্রাণ থাকিবে ধ্বনিতে—
নিদ্রা অবসানে
বধূ মোর সাড়া দিবে অনন্তের কাণে।

হয়ত সাধ্বসে
সন্তর্পণে স্পর্শ রাখি' খেয়ালের বশে
সহসা চলিয়া যাব অর্দ্ধ জাগরণে
নিমীলিত শুকতারা উন্মীলন ক্ষণে ;
স্পন্দিত শ্রীঅঙ্গ খানি সুধীরে বিথারি'
কমল পল্লব সম রহিবে নেহারি'
মোর পথটীরে,
রবে মোর স্পর্শরস পুলকেতে ঘিরে।

জীবনে নিবিড়
অনুভব রাশি হেথা করিয়াছে ভীড়,
জাগিছে নীরব রাত্রি, অতন্দ্র আকাশ,
তিলোত্তম এত টুকু পূর্ণের প্রকাশ
টলমল করে যেন নয়নের নীর—
নাহি স্পর্শি' তারে মোর পরম রাত্রির
রাখিনু সম্মান,
শুধু মোর দৃষ্টি টুকু দিয়ে গেনু দান।

কৈশোর ব্যাকুলতা

আপনারে আপনার মাঝে
পারি না যে রাখিতে ধরিয়া,
ভিতরে আছাড়ি' খালি বাজে
বক্ষতলে বাসনায় হিয়া।

পারি না যে ক্ষণেকের তরে
বুঝিতে কেন যে প্রাণে এত
অজানা ব্যাকুল আশা মরে
কারে ঘেরি মোহে অবিরত।

জানি না কি লাগি মৌন রাতে
কাঁপে তারা চাহিয়া আমারে,
কি লাগি আসিছে আঁখিপাতে
ঘুমঘোর আবেশে আঁধারে।

ইচ্ছা হয় আপনারে নিয়া
তরঙ্গিত স্বপ্ন নদী নীরে
কার হাতে দিই বিলাইয়া,
আশা গুঞ্জে কারে সাধে ঘিরে।

বিদায় কৈশোর

বিদায় কৈশোর!
এতদিনে আজি মুগ্ধ ভোর
উষার নয়ন হ'তে নীলিমার স্বপ্ন সনে টুটে
গিয়াছে চলিয়া; ওই আজ ছুটে
নিষ্ঠুর অরুণ আলো চোখে খালি বাজে
কাজে ও অকাজে।
জাগিছে জীবন দীপ্তি, জাগিছে প্রভাত,
তাই অকস্মাৎ
রূঢ় আলো কি পথ দেখায়;
কৈশোর বিদায়।

দুঃসহ আবেগ-ভরা প্রাণ
গাহে গান,
ডুবে শুকতারা;
দিকে দিকে শয্যা নিদ্রাহারা
উঠে জেগে; সুদূরের রবি
আনে বাণী যৌবনের—প্রভাতী ভৈরবী
আকুল করিয়া তুলে;
জীবনের এই সিন্ধুকূলে
তরঙ্গ আছাড়ি' কাঁদে উদাসীন বেলাভূমি 'পরে,
হৃদয় শিহরে;

কাল ছুটে অনিমেষ অনিরুদ্ধ গতি
নাহি মানে কার লাভ কার কিবা ক্ষতি
নাহি জ্ঞান ওর,
বিদায় কৈশোর।

আজিকার প্রভাতী সভায়
তোমার সে মুগ্ধ গান শ্রোতা নাহি পায়,
ফিরে শুধু অনাদরে দূরে
সুরে বা বেসুরে।
কিশোরী প্রিয়ার স্বপ্ন শেষ চিরতরে;
যদি তারে এ জীবন ধরে
ফিরে চাই শুনিবে না কাণে,
মর্ম্মরের মাঝে তীব্র হতাশ্বাস আনে;
চাহিয়া বিফলে
কি কাজ ভিজিয়া ব্যথা মৌনতার জলে?
মালা গেছে, আছে তার ডোর;
বিদায় কৈশোর।

কে পারে ফিরাতে
পূর্ণিমার লব্ধ পূর্ণ রাতে!
যত ডাকি, যত কাঁদি আকুল ব্যথায়—
কি লাভ, সে ফিরিবে না, মুখের কথায়
ফিরে না যে নিষ্ঠুর নিয়তি
এই তার গতি।
কালিকার হেমন্তিকা রাতি
নিবায়েছে বাতি—

কালি শুক্লা অগ্রহাণী নিশা
সুখের আশায় ডুবা, আনন্দেতে মিশা
পরশিয়া কিশোরী বঁধুরে
মরেছে মধুরে ;
সে রাত্রির মুহূর্ত্তেক হ’তে
পারিবেনা শত যত্নে তুমি কোন-মতে
রাখিতে অক্ষয় করি’
এ জীবন ভরি’
একটীও বেদনার কাঁটা ; ও সে
বিস্মৃত প্রদোষে
বুকেতে বাজিবে বড় সারাক্ষণ ভোর ;
বিদায় কৈশোর !

কাল

অচেনা রাখাল
বাজায়ে গিয়াছে মোর তরুতলে বাঁশী,—
মন মাঝে পশি’
গেছে সে রাখিয়া
আনন্দ বেদন ভরা অভিমানী হিয়া।
তারে ধরি’ কহায়ো না কথা,
মুগ্ধ আকুলতা
কুঞ্জে কুঞ্জে মরুক ফিরিয়া ;
না হলে সরিয়া
যাবে যে সে রহস্যমধুর
চির লজ্জাকুণ্ঠ চির প্রিয় মধু সুর।

বিদায় কৈশোর

ভাবিয়ো না তার কথা নিদ্রাহীন প্রেম বেদনায়,
হেথা শুধু সুররেশে বিষাদ ঘনায়;
আমাদের মলিন ধরণী,—
স্বপ্নের সরণী
রূঢ় ভাবে হেথা ভাঙ্গে, হয় নিশি ভোর—
বিদায় কৈশোর।

নাই, নাই,
কারে তুমি ডাকিছ সদাই?
সে যে তব দু'দিনের লাগি'
রয়েছিল জাগি'—
আজ তাই গেল চলে, বসন্ত বাতাস
পিছনে রাখিয়া গেল যৌবন আকাশ;
কল্পনার মায়া গুঞ্জরণে
কোন শান্ত ক্ষণে
দিয়ে যাবে নব স্বাদ তোমার ও হিয়ে,
অলক্ষ্যের দ্বারপথ দিয়ে
আসিবে আবার,
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি' ডাকি' বারবার
গা'বে গাথা সুখস্বপনের
বপনের
নবীন জীবন আশা নব পুষ্পকোর;
বিদায় কৈশোর।

বসন্ত উচ্ছ্বাস

আজিকে বসন্ত রাতে স্মরি' তোমা, মোর প্রাণপ্রিয়া,
এসেছি আবার,
ফাল্গুনে মঞ্জুল কুঞ্জে নিভৃত বঞ্জুল বনচ্ছায়ে
পরাণে সবার
লেগেছে পুলক শিহরণ ; আত্মহারা বহিয়াছে
দক্ষিণ পবন
তাই ত তোমার লাগি' বেদনায় ব্যথিয়া কাঁপিয়া
উঠে মোর মন।

বাসন্তী নিশায় আজ পুষ্প গন্ধ ঘন সমীরণ
বহে যে এখনো ;
কোকিল গাহে না গান, রভসে ঝরিয়া পড়ে পাতা
কেন কি গো জান ?
অদূর-অতীত শীত পদচিহ্ন মুছে নি এখনো
বনানীর ধার,
বিজন বিপিনে নাই প্রাণস্পন্দ শুধু দেখা খানি
না পাইয়া কার ?

তুমি ত বুঝনি কেন দক্ষিণ বাতাস বহে আসে
ফুলদল চুমি',
প্রত্যাসন্ন আনন্দের রেশ কেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
মম মনভূমি,
বকুল বনের ব্যথা নিঃশ্বসিয়া উঠিছে সহসা
তোমার লাগিয়া,
গগনে চাঁদেরে চাহি' তব তরে বসি' বাতায়নে
কে রহে জাগিয়া।

উদাসে বাউল গাহে বসি' একা মাধবী বিতানে,
বাজে একতারা,
অনন্ত বিরহ ঝরি' অবনী ভাসায়ে লয়ে যায়
সে সুরের ধারা ;
চকিতে শুনিতে যদি তার ব্যথা আসি' একধারে
সে পথপ্রান্তের
বাজিত হৃদয়ে তব মম সর্ব্ব মর্ম্ম দুঃখ ব্যথা
দিন দিনান্তের।

চলে না লহরী লীলা ; কবিতা নির্ঝর রসহীন,
মিটাও পিপাসা ;
মূক আজি পিককণ্ঠ, ফুটে না মুখর মুখে গান,
দাও তারে ভাষা,

ভাষা মাগে তব ছন্দ, ছন্দ রহে স্পন্দহীন হয়ে
না পেয়ে পরশ,—
বিরহী হিয়াটী চাহে বহুদিন হ'তে সঙ্গ তব
অমৃত সরস।

নয়নে নয়নে মৃদুহাস্য মাঝে অঙ্গুলীসংকেতে,
ওগো বেদরদী,
আলেয়া দেখায়েছিলে কেন বারে বারে নিভাইয়া
দিবে তারে যদি ?
বিচ্ছেদ মুছিয়া হও আবির্ভাব, উঠুক ফুটিয়া
মিলনের জ্যোতি
নবোদ্ভিন্ন জীবনের অনন্ত আনন্দ যদি ফিরে
তাহে কার ক্ষতি !

এমনি বিচিত্র খেলা অফুরাণ আলোছায়াময়
জীবন অম্বরে ;
দিগন্তে মেঘের পাছে সূর্য্য পানে না যাইয়া প্রাণ
কেমনে সম্বরে ?
রক্তরাঙা অশোকের তরুমূলে রয়েছি বসিয়া
এখনো একাকী—
আরো কত হবে দেরী, বসন্ত যে এসে চলে যায়
বারে বারে ডাকি'।

দোলরাগ

আজ দোল লীলা,
প্রেমরাগ পরিপূর্ণ ফাগুনের খেলা
হবে আজ প্রিয় সাথে;
আজিকার মধুগন্ধা গীতচ্ছন্দা রাতে
বসন্তের শুক্লা পূর্ণশশী
শত প্রণয়ীর মুখে দেখে যাবে হাসি;
কত জনে পাঠাইবে কুম্‌কুমের ডালা,
শূন্য মোর থালা—
তোমারে দিবার মত বাকী কিছু নাই,
আমি তাই
নিভৃতে রাঙাব বলে করিয়াছি স্থির
সামান্য আবীর।

সামান্য আবীর!
জাগিবে না কোন খানে আনন্দের মীড়,
নাহি তার গৌরবের জ্যোতি,

প্রেমরাগ

কোথায় সে পাবে ? লজ্জা মোর অতি—
কোথায় মাখাব তোমা' কোন্ অন্ধকারে
কোন্ বনমল্লিকার মধু গন্ধ ভারে,
কোন্ অন্ত নাহি জানা বসন্ত সন্ধ্যায়
দোলা জাগা ভাল লাগা ব্যর্থ বাসনায়
বিজন বীথির তলে থর থর হিয়া
রবে মর্ম্মরিয়া ?

কোথায় সে চমকিত ছায়া-সুনিবিড়
মিলনের মেলা, যেথায় অধীর
নাহি পাওয়া অফুরাণ মাত্র একজন
রবে অপেক্ষিয়া ; যার লাগি মন
আজিকার বাসন্তিকা রাতে
বার বার মাতে,
বায়ুর নিঃশ্বাস ভরে আত্ম নিবেদিয়া
উঠেছে ক্রন্দিয়া ?

ক্ষমা করো মোরে
আজ সাঁঝে অনুরাগ ভরে
যদি মোরা নিভৃতে দুজনে
না করি খেয়াল খেলা সার্থক কূজনে,
না করি তোমার কাণে দুটী গুঞ্জরণ
পুলক হিল্লোল ফুল্ল উল্লসিত মন।

সে দিনের বাঁশী
হারায়েছে, সে দিনের কথা কওয়া, হাসি
আজ শ্রান্ত রয়েছে চাহিয়া ;
সে দিনের হিয়া
ধূসর মরুর পথে লুটায় নীরব
যেথায় তারকা লুপ্ত, আলো ক্লান্ত, বিধুর উৎসব ।

চেয়ো না চমকি',
তোমার পুষ্পের কুঞ্জে রয়ো না থমকি',
যেয়ো ভুলে যে তোমারে চেয়েছিল কাছে,
তার পাছে
ফিরায়ো না আঁখি ; আমাদের অবল হৃদয়—
হায় হায় নাই যে সময়
দাঁড়াইতে ক্ষণতরে, ফেলিতে নিঃশ্বাস ;
বুঝে না মোদের ব্যথা তারা ভরা বসন্ত আকাশ ।

তাই মোর ক্ষুদ্র উপহার
তাহার অচেনা জনে কি দিবে সম্ভার ?
সে মানুষ চির দূরে ; মাঝের বিরহে
শ্রান্ত প্রাণ বহে
পার হবে হেন শক্তি কোথা ?

তারি নীরবতা
বিভল করেছে তারে; তারি বেদরদী
ভুলে চাওয়া আধো পাওয়া প্রেম নিববধি
নিরাশ করিয়া গেছে আশা ক্লান্ত মনে
নিরুপায় নিঃসহায় ক্ষণে।

তোমার ও অলকার কোণে
যদি কোন ক্ষণে
অবুঝ বসন্ত বায়ু উড়াইয়া আনে
আমার এ দানে,
যদি কোন ক্লান্ত সুপ্ত রাতে
মূক তারা শিহরিয়া উঠে বেদনাতে,
কর্ম্মহীন পূর্ণ অন্ধকারে
শত হীরা মণি জ্যোতি হারে
আঁকি যায় টীকা
ক্ষণিকের হোমানল শিখা,
পূজামূর্ত্তি যদি এ জীবনে
ব্যর্থ আয়োজনে
রহে জ্বলি' অমলিন হেম—
তব তরে উৎসর্গ দিলেম
সেই মম প্রেম।

কালি শুক্লা বসন্তের রাতে

কালি শুক্লা বসন্তের রাতে
যে পরশ পেয়েছিনু তারে আজ প্রাতে
রাখিয়াছি অলখে অন্তরে; মধুনিশি
জ্বেলেছিল গন্ধদীপ হর্ষে রসে মিশি'
দক্ষিণ-ব্যাকুল; সে আলোক নির্নিমেষে
বয়েছিল চাহি'—ধীরে নিভেছিল হেসে।

কালি শুক্লা বসন্তনিশায়
মধুরে আকুল চাঁদ দিগন্ত ভাসায়,
চারিধারে কুহরিল বসন্ত-প্রলাপী
বকুল তরুর শাখে রাত্রি গেল যাপি',
প্রিয় সম্ভাষণ হেরি' জাগে পুষ্পকলি;
শিহরি' আকাশে চাঁদ পড়েছিল ঢলি'।

কালি শুক্লা বসন্তরজনী
হরিল সকল মন; থামিল ব্যজনি'
দক্ষিণ বাতাস; ঘুমে অচেতন ধরা
ফুটিল রজনীগন্ধা মধুগন্ধভরা;
ঘুমানু অসহ সুখে অলকা সুদূরে,
একাকী বিনিদ্র প্রেম হেরিল বঁধুরে।

বসন্ত বিদায়

বসন্ত মম, হে নিরুপম,
যায় নি চলি' যবে
মাধব মাস করিল মিনতি,
সোহিনী রাগে স্বপন জাগে
পরাণ ধরি' সবে
না দিনু তারে বিদায়-আরতি ;
চূত মুকুল চুমি' দুকুল
উড়ায়ে মনোভব
পুষ্পশরে ক্ষণেক দিল ক্ষমা,—
তবুও মোর আলস ঘোর
না টুটে, চিরনব
বেদন ধরে মূরতি অনুপমা।

গহীন রাতে দখিন বাতে
শেফালী তরু মাথে
ডাকিয়া গেল কোকিল কুহু কুহু,
নিঝুম বনে ঘুমে পবনে
পাপিয়া পিয়া সাথে,
সপ্তপর্ণ ঝরিল মুহুর্মুহু,

বসন্ত বিদায়

বকুল বাঁকে ফাঁকে ফাঁকে
লুঠিল চাঁদ গায়ে,
কহিয়া গেল—সময় এল তব ;
নদীর ধারে বাঁশের ঝাড়ে
ঘুমাল মাঝি নায়ে,
থামিল জলে ছলাৎছল রব।

মাধব মাসে মধুর হাসে
এমন মিঠে সময়ে
বিদায় দিব পরাণ ধরি' কেমনে !
আজো যে হিয়ে ব্যথা জাগিয়ে
শতেক অনুনয়ে
স্মরণ তব রণে মনোভবনে।
আঁধার কোণে বিজন বনে
জ্বলিছে এক দেউটী,
দেবতা দেউলে—নিবান তারে যায় ?
সরসী জলে কিরণ জ্বলে
ফুটেছে উর্ম্মি কটী—
ছায়া ঢাকিতে হাত যে কাঁপে হায় !

প্রেমরাগ

বাহির ভুবনে মন পবনে
দোদুল দোলা সাথে
চলিয়া যেবা গেল অকারণে
আমার কাছে বাঁধা সে আছে,
হৃদয়ে সে যে মাতে,
না মানে কভু কাহারো বারণে—
তোমার তরে বোশেখী ঝড়ে
চখা চখীর গানে
বহে সে আজো কুসুম লয়ে বসি',
খুঁজিছে মধু ভ্রমর বধূ,
পিক যে বুক হানে
পিয়ার তরে; জাগে পূর্ণশশী।

বাজিল বেণু লোধ্র রেণু
উড়িল গগন ছায়ি'
যাহার হাতে পরশ সুধা পেয়ে,
ডাহুক ডাকে তরুর শাখে
পাখী উঠে গাহি',
চরণ পাতে পুষ্পে ধরা ছেয়ে,

তাহারে আমি দিবস যামি'
মনের মাঝে লভি'
মাধব মাসে ফুলের সাজে হেরি—
মম অনন্ত নব বসন্ত
সঙ্গে, হে সখা, সবি
রাখিব আমি চিরটী যুগ ধরি'।

হেলা ও ফেলা ফুলের মেলা
সারাটী বেলা বহে
ঢলিয়া পড়ে গগনকোণে রবি
আমার ধরা স্বপন ভরা
তোমারে ত্বরা চাহে,
মনের মাঝে জাগে মুগ্ধ ছবি;
দিবস গেলে পাখায় মেলে
কুলায় পানে পাখী
ঝাপটি' আসে শরীর মন লয়ে—
তেমনি করে আমার তরে
আসিয়ো দূরে না থাকি;
মধু যে সময় পাবে যেতে বয়ে।

উজ্জীবন

হে বসন্ত, তুমি গেছ চলে
মালঞ্চ অঞ্চল হরি' শুষ্ক করি' মধু পদ্মদলে,
ভুলে গেছ অলস নিশায়,—
উন্মাদ কর্ম্মের স্রোতে তরণী ভাসায়ে
হেথা চলি দূর হতে দূরে ;
পরাণবধূরে
তবু কি ভুলিতে পারি ?

কত বার হারি'
ত্যজিতে হয়েছে শুষ্ক হার,
আমার ঐশ্বর্য্যভার
লুঠিয়া লইয়া গেছে দাবী সকলের ;
অসীম বলের
নাহি বাকী ক্ষুদ্রলেশ, নাহি পূর্ব্বজয়,
শুধুই পড়িয়া থাকে পূর্ব্বস্মৃতি—দিনান্তের ক্ষয়।

হে বসন্ত, তুমি নাই, নাই,
ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে মম কোনও কণাই
নাহি বাকী মোর লাগি ;
তবুও ত আজো আছি জাগি'
লভিবারে পরাণবধূরে
আমারি সোহাগে ঘেরা প্রেমমৌন মিনতিমধুরে।
কিছু নাই—শুধু একা আছি,
যখুনি তাহারে পাই, হে বসন্ত, অমনি যে বাঁচি।

সুদূর

হে সুদূর, জীবনের কোন্ ছায়াবনে
পাতিয়াছ আশ্রম তোমার ? কার সনে
হবে খেলা, রবে প্রেম, লবে চিত্ত কার
আপনার বিনিময়ে পূর্ণ অধিকার ?

ফুটাইবে অলখ পরশে কার মুখে
হাসি, কাঁদাইবে কারে বেদনায়, সুখে
বসিবে কাহার সাথে প্রসারিয়া কর
আসিবে যখন ঘিরে দুঃখ ভয়ঙ্কর ?

হে সুদূর প্রিয়তম, সন্ধ্যা অন্ধকারে
জ্বালায়েছি এ প্রদীপ, মত্ত হাহাকারে
আসে বায়ু, আপনার ক্লান্ত হস্ত দিয়ে
রেখেছি বাঁচায়ে তারে তোমার লাগিয়ে
আঁধারে অন্তর তলে উজলি' দেখিয়ো
ভালবাস যারে সে যে আমি—আমি, প্রিয়

আহ্বান

হেথা এস, এস এক কোণে
বিশ্ব যেথা মুদিয়াছে আঁখি,
অপলক রাত্রি যেথা গোণে
অন্ধকারে নিমেষ একাকী।

হেথা এস সকল আকাশ
ঢাকিয়াছে আড়ালে যেখানে,
যেথায় অনন্ত ধরে রয়
মোহ পুষ্প কল্পনা বিতানে।

হেথা দূরে পৃথিবীর কাজ
ত্যজিয়াছে ধূসর বসন,
খুলে নেছে দিবসের সাজ,
বহে নাই ঝড় সন্ সন্।

শুধু প্রেম করে আনাগোণা,
ফিরে গেছে অশ্রু ব্যথা লয়ে,
তোমা লয়ে শুধু স্বপ্ন বোনা ;
হেথা এস আমার হৃদয়ে।

সাধনা

এখনো দিয়ো না কিছু, অন্তরালে আরো কিছু দিন
অলখে দাঁড়ায়ে থেকো, মরীচিকা দূরপ্রান্তে লীন
হয়ে যাক দিগন্তরে; এনো না প্রসাদ ডালা দীন
কোণে হেথাকার, কোন খেয়ালী নিমেষে
অমর করো না মোরে ভুলে ভালবেসে
বাসন্তী কুসুম সম অনুপম হেসে
সুধা দৃষ্টি পাতে
অনন্তের সাথে
রাতে।
দূরে
রাজো স্বপ্নপুরে;
উষার নূপুরে
জাগে নি আলোর ছন্দ, ঘুচে নাই ভয়,
আসে নি মহেন্দ্র ক্ষণ, হয় নি সময়,
আজিও টলে যে মন, তব বরাভয়
এখনো চেয়ো না দিতে, পূজাশেষে সব বাসনাই
পারি নি আহুতি দিতে, ধ্যান মোর সাঙ্গ হয় নাই;
চাহিতে পারি না কিছু, হে চিন্ময়ী, দূরে থেকো তাই।

গোপন প্রেম

করো তারে ক্ষমা
যদি কারো জীবনের অমা
তোমার অজানা স্পর্শে হয়ে যায় দূর,
নিত্যকার উদাস বিধুর
রাত্রি আসে প্রেমস্বপ্নে ভরিয়া শূন্যতা,
লয়ে সার্থকতা,
লভিয়া জীবনাতীত অমৃত সরস
অলখ পরশ।

জানিবে না তুমি
যে দক্ষিণ বায়ু আসে চুমি'
তোমার কাননে, সে যে হেথা প্রতিদিন
স্পর্শ দিয়ে রাখিছে নবীন
মোর প্রেমে; করি এ মিনতি
তোমার হয়নি যদি ক্ষতি
এই দূর নিভৃত অর্চ্চনা
করিয়ো মার্জ্জনা।

বাধা

জানি তুমি আজো দূরে একান্ত বিজনে
স্মরিবে আমার নাম যেথা শান্ত ক্ষণে
পশিবে না কোলাহল, আলোকের ভীড়
ঘুচাবে না চিররাত্রি কালের তিমির
রূঢ় স্পর্শ দিয়া ; তব ধৈর্য্যের মহিমা
সহিবে সহস্র ক্লেশ সংসারের সীমা
তুচ্ছ করি অবহেলে ; চরণ পরশি'
মোহ বন্ধনের পাশ দূরে যাবে খসি'।

আমি তাই দূর দেশে একান্ত বিজনে
এখনো অতীত পানে দীর্ঘ নির্ব্বাসনে
রহিনু চাহিয়া ; এতটুকু জিজ্ঞাসায়
নাহি করি অভিযোগ, সুনম্র আশায়
বরি অনাগত কাল ; সংসারের বাধা
মানিয়া রাখিনু তব প্রেমের মর্য্যাদা।

মাঝেতে বিচ্ছেদ নদী

মাঝেতে বিচ্ছেদ নদী, এপারেতে ভাবি আমি মনে
বহে যে দুঃখের স্রোত, তারে পার হব বা কেমনে?
ঘুম ভাঙ্গে কাহার আহ্বানে
যে রহিল দূরে তার স্বপ্নমূর্ত্তি হেরি কোন্‌খানে।

সহস্র উৎকণ্ঠা নিত্য, ডাকে বান অশান্ত উচ্ছলি',
আশ্রয় প্রান্তর মোর খর স্রোতে মুছে যায় চলি',
লুপ্ত হল ব্যবধান সীমা;
সমগ্র অম্বরে মোর ফুটে মধু স্মৃতির গরিমা।

যত ভাবি যত স্মরি প্রাণপুষ্প স্বচ্ছন্দে বিকশি'
কমনীয় হাসি হাসে, এ ভুবনে জাগে পূর্ণশশী,
হেথাকার উদ্‌ভ্রান্ত সমীরে
দগ্ধ ধূপ গন্ধ সম স্নিগ্ধ শান্তি ছড়াইছে ধীরে।

জীবনে আলোক রেখা অন্ধকারে করেছিনু ধ্যান,
নয়নে অমৃতবর্ত্তি জ্বালি' তুমি দিয়েছ সন্ধান,
লভিয়াছি তৃপ্তি আপনার;
অভীষ্ট অঙ্গুলী স্পর্শে বাজে প্রাণে ঝঙ্কার বীণার।

প্রতীক্ষা

তোমারে প্রতীক্ষা করি' দিনান্ত বেলায়
পশ্চিমের আভা স্বর্ণচ্ছায়
যবে গড়ে রক্তরাগে আপনারে মেলি'
পূরবের সেতু, দীর্ঘ ছায়া ফেলি'
সন্ধ্যা যবে আসে ধীরে
আঁখি সিক্ত নীরে
পরশি' সাগর বারি দিগন্ত রোদনে
অন্তরের নিভৃত বোধনে,
সমাহিত শান্তি ধীর মৌন ব্যাকুলতা
এতটুকু কহে না ত কথা,
ভাঙ্গে না রাত্রির
নিবিড় নীরব বার্ত্তা—মিলন যাত্রীর
গোপন কাহিনী টুকু; উদ্বেলিয়া তম
রাত্রিশেষে যেথা স্বপ্ন সম
মিশে যায় পূরব দুয়ারে
সেথা মৌনতারে
লইয়াছি বরি'
চির সন্ধ্যা হ'তে উষা প্রতীক্ষায় ভরি'।

পড়ে মনে পড়ে

পড়ে মনে পড়ে

বিস্মৃতির অন্ধকার রুদ্ধদ্বার ঘরে
পেয়েছিনু তার দেখা। বাহিরের আলো
ক্লান্তিভরা এ নয়নে লাগে নাই ভালো,
পরম নির্ভর ভরে তার দুটী হাতে
সমর্পিয়া এ জীবন বসেছিনু সাথে।

সেই সন্ধ্যাবেলা

পৃথিবীর এক প্রান্তে একান্ত নিরালা
তার সাথে দু'টী কথা ক'ব ছিল মনে
যে কথাটী গুঞ্জরিয়া গূঢ় সঙ্গোপনে
ফিরেছিল অশ্রান্ত ভাষায়। বারে বারে
তার পানে তাকাইয়া এ নয়ন হারে।

পড়ে মনে পড়ে

সহসা বাতাস
আকুল করিয়া গেল মুক্ত কেশপাশ,
মাধবী উৎসব রাতি হ'ল আনমনা,
অধীর হৃদয়াবেগে ভুলিনু আপনা,
দুই হাতে তুলে ধরি' তার মাথা নিয়া
মৃদু কম্প্রস্বরে শুধু ডাকিলাম,—প্রিয়া

সে ডাকে শিহরি'
আবেশ বিহ্বল হিয়া উঠে মধু ভরি',
পুলকে কাঁপিল তনু পরাণবধূর
লাজমৌন প্রেমারুণ মিনতি মধুর,
স্বপ্ন মাখা আঁখি দুটী স্তব্ধ পূর্ণরাতে
সুধীরে নামিয়া গেল গুরু বেদনাতে।

পরে কতদিন
গেছে নব সম্ভাষণে, এমনি নবীন
ধরণীর চেলাঞ্চল যুগান্তর ধরে,
যে ডাকটী রাখিয়াছে এ জীবন ভরে
শুধু সেইটুকু ছাড়া আর সবি ভুলে
গেছি চিরবিস্মৃতির বিস্মরণী কূলে।

জন্মদিনে

মোর জন্মদিনে
মধুর হৃদয়াবেগে দূর পথ চিনে
ফিরিনু অতীতে—যেথায় অপরাজিতা
তিলোত্তম মালাখানি যতনে রচিতা
তেমনি অম্লান রহে আনন্দ রাশিতে
কত তৃপ্ত নিমেষের হাসিতে বাঁশিতে।
মাধুরীনিবিড়
উচ্ছ্বসিছে শত স্মৃতি প্লাবি' প্রাণতীর।

জনমবাসরে
সমুখে আঁধার ভাগ্য অচেনা অক্ষরে
রাখিছে লিখন, ভয়ে ভুলে প্রকম্পিত হিয়া
কেমনে চলিব একা সাধ আশা নিয়া
দীর্ঘ মরু যাত্রা পথে ; স্মরিনু অতীতে,—
সে জীবন মূর্ত্তি লভি' আসে গন্ধে গীতে
এই জন্ম দিনে—
অনন্তের কাছে বাঁধা রহিলাম ঋণে।

স্মরণ

তোমারে লভিয়াছিনু সৌরভ মদির পূর্ণিমাতে
আকুল দুখানি বক্ষে এক ছন্দে বাজি' অনিমেষে
মধুর প্রসন্ন প্রেম উচ্ছ্বসি' উঠিল যেই রাতে,
বসন্ত জাগিল যবে পূর্ণতার তৃপ্ত হাসি হেসে।

তোমারে লভিয়াছিনু ; তুমি যাচি' বক্ষে এসেছিলে
প্রসারিয়া বাহু তব, স্মরি' সুপ্ত রাত্রির পূর্ণতা
তোমাতে বিহ্বল সুখে মোর চিত্ত আবেশে নিখিলে
হেরেছিল শুধু শুভ্র প্রস্ফুটিত গোলাপের লতা।

আজিও প্রবাসে দূরে সৌরভমদির পূর্ণিমাতে
একাকী উন্মুখ সাধে বক্ষ মোর প্রতীক্ষায় জাগে,
আবার আবেশ মত্ত পুষ্পলতা বসন্তের সাথে
বিকশি' হাসিবে দূরে ; চিত্তে তাই কত দোলা লাগে-

তোমার উৎসব স্মরি' তাই স্তব্ধ পরিপূর্ণ হিয়া
শুভ্র গোলাপের গুচ্ছে মুখ ঢাকি' রহিনু বসিয়া।

আমি

আমি লিখি এত শুধু ছন্দ আর কথা,
মূর্ত্তি ধরে তুচ্ছ দীন গানে ;
যা লিখি না তা যে মোর অন্তরের ব্যথা,
দীপ্তি পায় হৃদিরক্ত দানে ।

আমি ডাকি ছোট নাম মাধুরী ভরায়ে,
সে শুনিবে বিপুল পুলকে ;
যা ডাকি না অচেনা ও অনন্ত ছড়ায়ে
জমা হয় নামহীন লোকে ।

আমি কবি সবে জানে, সাধারণ ভীড়ে
এতটুকু ঠাঁই নাহি আশা ;
মোর আমি যাহা শুধু সে মানুষটীরে
চিনে সে কি মিটাবে পিপাসা ?

উইপিং উইলো

(Weeping Willow)

ঝঞ্ঝা যবে নেমে আসে প্রান্তরের সানুদেশে পশি',
হে বিষণ্ণা শোভনা রূপসী,
মেঘে নভ আঁধারিয়া ছড়াইয়া পড়ে কেশপাশ,
মুছে যায় ধরণীতে আলোকের মৃদুমন্দ হাস,
হাহাকারে বনভূমি বারম্বার জানায় মিনতি,
পর্ব্বত শিখরে তরু অসহায়ে করে শুধু নতি ;
তব শিরে, হে ক্রন্দসী নারী,
মেঘ ঢালে বারি ।

অঝোর বর্ষণ সাথে ক্রন্দন উচ্ছ্বাস রণি' বাজে
বিলাপে মুখর ছন্দ মাঝে ;
তোমার মর্ম্মর ধ্বনি শূন্য মাঝে কোথায় হারায়,
সঘন কেশের রাশি কাঁদি' কাঁদি' লুটায় ধরায়,
পেলব পল্লবদেহ কাঁপি' কাঁপি' পড়ে মূরছিয়া,
অশ্রান্ত মেঘের ডাকে থাকি' থাকি' চমকায় হিয়া ;
ভাষা মৌন স্তব্ধতার ভারে
সান্দ্র অন্ধকারে ।

ফেনিল যৌবন মত্তা উপলমুখরা চিত্ররেখা
লুকায়ে লয়েছে শেষ লেখা,
শস্য শীর্ষ শিহরিয়া তরঙ্গিয়া উঠে সচঞ্চলে,
পর্ব্বতের গম্ভীরতা মর্ম্মব্যথা বলে বনতলে,
আকাশ তারকা-চক্ষু মুদি' ফেলে তোমার লাগিয়া,
অনন্ত বিরহ ফিরে তোমা মাঝে মূবতি মাগিয়া ;
ধীরে ধীরে আসে সন্ধ্যাসতী
অতি ক্ষুণ্ণ মতি।

অম্বরের প্রান্ত ছিঁড়ি' মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকে
অশ্রুভরা আঁখির পলকে,
মেঘের মাঝারে হারা আঁধার ঘনায় তোমা ঘেরি',
উতলা কলাপী থামে তোমার আকুল নতি হেরি'—
মেদুর দাদুরী ডাকে, ঝিল্লী রবে কাজল অমাতে
কদম্ব কেশর রাশি মোহ ভরে চলিছে ঘুমাতে ;
অশান্ত পবন সারারাতি
করে মাতামাতি।

উইপিং উইলো

থামিয়া গিয়াছে বৃষ্টি ; বনান্তের বেণুকুঞ্জ মাঝে
নীরব প্রশান্ত স্বপ্ন রাজে।
নভে শুভ্র অভ্র মালা, দলে দলে চঞ্চল বলাকা
নীলিমা সায়র মথি' প্রসারিছে লঘু শ্বেত পাখা,
সুস্নিগ্ধ ধরণী তলে সুরভি উচ্ছ্বাস উঠে জাগি',
তরুণ অরুণ কর আসে দ্বারে আবাহন মাগি';
তুমি ঘন আনত কুন্তলা
কাঁদ অচঞ্চলা।

অমেয় বেদনা তব একনিষ্ঠা ব্যথিতা 'উইলো'
ক্ষণ তরে কেমনে বা ভুলো ?
মর্ম্মের মন্দির তলে লভিল যা অনন্ত জীবন,
নিভৃত অন্তর লোকে মানিলে যা প্রাণপ্রিয় ধন,
মুছাবে তাহার স্মৃতি ক্ষণিকের তুচ্ছ হাসি রাশি ?
এমনি প্রয়াস কত অশ্রুধারে গিয়াছে যে ভাসি';
তব প্রাণ তাই চিরমরু,
হে ক্রন্দসী তরু !

স্বীকার

হেথায় সাগর তীরে তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসের সাথে
মনে মনে যত খেলা দ্বিপ্রহরে তোমাতে আমাতে,
যতই কবিতা লিখি' পদ্ম সম দিই ভাসাইয়া
ভরিতে সুদূর ব্যবধান, যতবার পূর্ণ আশা নিয়া
মৃদু মন্দ সুরে ডাকি একখানা তিলোত্তম নাম,
তাহে বীজমন্ত্র সম সুগোপনে রাখিয়া গেলাম
প্রশ্নাতীত বাণীহীন প্রেম। জানি শুধাবেনা তুমি
এ পশ্চিম তীর হ'তে যে বসন্ত বায়ু ধীরে চুমি'
যেতেছে তোমার চারিধার কেন তাহে নাই আজ
যৌবন প্রলাপ গাথা মোর, নবীন-পুষ্পিত সাজ,
অনুপম প্রিয়কণ্ঠে কেন নাই মধু উপহার।
জানি কিছু শুধাবে না; তবু জেনো সুদীন স্বীকার
কল্পনা উচ্ছ্বাস পুষ্প লভেছে সকলি পরিণাম
সুমহান্ মৌনতায় উচ্চারিয়া একখানি নাম।

আজি স্তব্ধ প্রবাস সন্ধ্যায়

আজি স্তব্ধ প্রবাস সন্ধ্যায়
যে কথা বলিতে চাই সে কথাটী হায়
লুপ্ত হয়ে গেছে কোথা ; তাই এ নিমেষে
মোর যত ব্যাকুলতা তোমার উদ্দেশে
দিনু তারে সমর্পিয়া ; মৌনতার বাধা
হয়ত বুঝিয়া তা'রে দিবে বা মর্য্যাদা ।

আজি শান্ত প্রবাস প্রদোষে
আমি ভাবিতেছি যেথা দূরে আছ বসে
সেথা কি স্মরিছ মোরে, পাছে হেথাকার
যে মূক ব্যথার শান্তি নিঃশব্দ আঁধার
ছড়ায়ে অম্বর তলে তা' করে করুণ
তোমার আকাশ খানি উজ্জ্বল অরুণ ।

আজি পূর্ণ প্রদোষের সাঁঝে
জীবনে যা কিছু সত্য ঐশ্বর্য্য বিরাজে
সবি যেন পাও তুমি, দীনতার দান
ডুবে যাক এ আঁধারে, আনন্দ সন্ধান
নিয়ো গানে নবরূপে ; যা কিছু পুরানো
থাকুক আমারি তাহা বেদনা ঝরানো ।

নীরবতা

তোমার জীবনপাত্রে আনন্দের ডালিখানি মোর
উৎসর্গ করেছি নিত্য মুগ্ধ চিত্তে তোমাতে বিভোর,
অরূপ কল্পনাময়ী মাধুরীর অমৃত মূরতি
সৃজিয়া হেরেছি তাহে তব শুভ্র অতুলন জ্যোতি
দিয়েছে আপন ছায়া ; সেই স্নিগ্ধ ছায়ার বিস্তার
কম্পমান কবি হিয়ে করে আজো চাঞ্চল্য সঞ্চার
বসন্তের কোকিল কূজনে ; স্তব্ধ সুপ্ত রাত্রিখানি
বিস্মৃত সে স্বপ্নটীরে জাগাইয়া বিশ্বে আনে টানি'।

জীবন যাত্রায় তব সেদিনের আনন্দ আভাস
প্রভাতদীপ্তির মত থাক জাগি' ; তাহারি বিকাশ
হোক্ পূর্ণ দিনে দিনে। আমি যদি স্মৃতিমগ্ন হিয়া
বহুদূরে স্তব্ধ থাকি যেথা কক্ষে অগ্নি উদ্ভাসিয়া
যায় সন্ধ্যা অন্ধকারে—এইটুকু নিয়ো তুমি মানি'
এই দীন নীরবতা মোর প্রেমে করে নাই হানি।

বিদেশিনী

আর বেশী দিন নাহি হেথাকার বাস,
পেতেছি শরৎ-শেষ মাধুরীর শ্বাস,
ক্ষমা করো তবে তুলে লই এ প্রবাস
শীত আকাশের কুহেলী আঁধার আগে
হে বিনোদিনী,
বিদায় বিধুর আঁখিতে বিষাদ জাগে,
হে বিদেশিনী।

মনোহরা তুমি, তোমার হাসির ধারা,
পলকে পুলকে দিতে তুমি যে ইসারা,
যে কথা কহিতে যে আভাসে দিতে সাড়া,
সবি জমা হয়ে মনেতে মরিবে ঘুরে,
চারুবেশিনী,
রহিব যখন সাতটী সাগর দূরে
হে বিদেশিনী।

প্রেমরাগ

বিচার কর নি কে বিদেশী কে বা দেশে
রয়েছে, যখন এসেছে সবাই হেসে
তুমি হাসিয়াছ, তোমার কনক কেশে
ঝলেছে সোণার সূর্য্য কিরণ ধারা
হৃদয় জিনি’,
হাসিতে ভাষিতে বেশেতে তুলেছ সাড়া,
হে বিদেশিনী।

স্বীকার কর নি জীবনে দুঃখের ভার,
চরণ নাচনে মরণ মেনেছে হার,
অপরিচিতের প্রাণে তুলি’ ঝঙ্কার
মোহ অঞ্জন লাগায়েছ প্রীত চোখে ;
রিনিকি ঝিনি
কাণে বাজে সুর ছাপি’ মিছে দুখ শোকে
হে বিদেশিনী।

তোমার কুঞ্জ কাননে মঞ্জুবীথিতে
কত বিচিত্র ফুল ফোটে কত গীতিতে,
ভরেছ আকাশ, জ্বালায়েছ আলো নিশীথে,
সুচির যুবতী, এদেশের প্রাণ চরণে
রয়েছে ঋণী,
সুখ দেছ আর পাঠায়েছ নরে রণে,
হে বিদেশিনী।

বিদেশিনী

বাঁচিয়া কি সুখ, কি লাভ রাখিয়া জীবনে,
ভোগ করা রূপ রস শত রূপে ভুবনে,
গান গেয়ে চলা, নেচে চলা যেন পবনে—
নীল নয়নের ছায়া রাঙাইল আকাশে,
মধুহাসিনী,
তোমারি লাগিয়া পুরুষ নিজেরে বিকাশে,
হে বিদেশিনী।

দুখেরে দিয়েছ তাহার যা কিছু দাবী,
হৃদয় ভাঙিলে প্রেমযমুনায় নাবি'
আবার সেজেছ নব প্রাণস্রোতে প্লাবি',
গড়েছ ভেঙ্গেছ হাসিখেলা-ঘর জীবনে,
হে বিরহিনী,
প্রতিটী ক্ষণিক সত্যে মানিয়া স্বপনে,
হে বিদেশিনী।

তোমার ভুবনে যে ছিল ক্ষণিক অতিথি
দিয়েছ যাহারে সুধা ও মাধুরী গীতি
সে বিদায় লবে লয়ে আনন্দ স্মৃতি
নূতন জগতে নব প্রাণ সন্ধানে
পথটী চিনি',
তোমারে স্মরিবে সুচির সসম্মানে,
হে বিদেশিনী।

ব্যথা

তোমার জীবন মোরে সাদরে দিয়াছে উপহার
নিরুপম শুভ্র শুচি ব্যথা। অমলিন পুষ্পহার
ব'লে তারে নিছি তুলিয়া সাগ্রহে, মধুস্পর্শে রসে
অমৃত নিষেকে তারে লতা সম যতনে হরষে
মর্ম্মতলে রাখি বাঁচাইয়া, প্রীতির শিশির জলে
নিত্য বিকশিত রাখি পেলব পল্লবময় দলে
সুগোপনে; স্মৃতির সৌরভসারে দিই বাড়াইয়া
মৃদু গন্ধ তার। ছিল মরু, মালঞ্চ করেছি হিয়া।

স্নিগ্ধ দীপ্তি সুকুমার সন্ধ্যার প্রথম তারা সম
ভাতিছে উদয়াকাশে নাশিয়া আমার সব তম
অনিমেষ চাহি'; শান্ত সুগভীর স্তব্ধ রজনীর
অতল সাগর তলে কল্লোলিত বেদনা ধ্বনির
আভাসের মত গান তবু ও যে ভেদি' নীরবতা
কথা কয়ে উঠে প্রাণে; তব দান, ওগো, এ যে ব্যথা।

অভিযোগ

এই শান্তি, সুখের আশ্বাস !
সারাদিন ভীরু হিয়া আশা করে, ভোলে নিয়া
বিশ্ব জোড়া অসীম বিশ্বাস ;
কল্পনার জাল বোনে খালি পল পল গোণে
বাসনার বেদনায় মরে,
ভাবে কখন যে তুমি পদস্পর্শে মোর ভূমি
দিয়ে যাবে প্রেমে সোণা করে ।

এই আশা ছলনার খেলা !
নীরব গগন তলে অগোণা তারকা ঝলে,
সারারাত্রি আলোকের মেলা ।
দিনের প্রখর তাপে সে মাধুরী কোথা ঝাপে,
এ আকাশ সে আকাশ নাই ;
যত রূঢ় বাস্তবতা পরশিয়া দেয় ব্যথা
তত বুঝি তুমিও সদাই
আড়ালে সরিয়া যাও, বাঁধন ছিঁড়িয়া দাও
যখনি হৃদয়ে পড়ে টান,—
আমি হেথা একা বসে ক্লান্ত আশাটীর বশে
মনে মনে মুছি ব্যবধান ।

আমি সাধে ভুল লয়ে রচে যাই কিশলয়ে
মনোমত একখানি মালা,

প্রেমরাগ

প্রতিটী পাতায় লেখা   হৃদয় অনল রেখা
শুনাইব তোমায় নিরালা ;
আশা করি প্রাণপণে   যুঝি আপনার সনে
আসিবে বুঝিবা তুমি নিজে,
মোর হাতে হাত দিয়া   শুনি' তব মুগ্ধ হিয়া
উঠিবে শিশির সম ভিজে ;
পুলকে আপনি উঠি'   পুষ্প দল প্রায় ফুটি'
চাহিবে আমারে সব দিতে,
আমিও আপনাহারা   রুধিয়া নিরাশা ধারা
ভুলিয়া চাহিব তোমা নিতে।

মিছে কল্পনার খেলা,   কল্লোলিত সিন্ধুবেলা
ডুবাইয়া লয়েছে বিফলে,
যে সৌধ রচিয়াছিনু   তা ও এই ডালি দিনু ;
কত ঝঞ্ঝা হৃদয়েরে দলে।
সুখ ভরা যে জগৎ   মোর সেথা অন্য পথ,
তারো দূরে রয়েছে, নিঠুর,
সেথায় চাহ না মোরে,   ছল নিত্য মোহ ঘোরে,
ভুলাও শুনায়ে মিঠে সুর।
সকলেরি শেষ আছে,   কিছু আগে কিছু পাছে
লবে টেনে মাতৃস্নেহে ধরা ;
তুমি মিথ্যা, প্রেম মিথ্যা,   বাকী যা রহিল তা'—
সত্য শুধু দুঃখের পশরা।

আমারে চেয়ো না তুমি

মোরে
কভু স্বপ্ন ঘোরে
চাহিয়ো না ভুলে, গুরু ভার
সহিবে না সুকোমল বুকে, বার বার
নামাইতে হবে বোঝা, ক্ষণে ক্ষণে ফেলিতে নিঃশ্বাস,
মুছিতে কপোল শুভ্র, অতীতের হারাণো সুবাস
খুঁজিতে কুসুমদলে, সন্ধ্যারাগে রক্তিম আকাশ
যেথায় অনন্ত প্রেম বহিছে নীরবে
ঊর্দ্ধ মুখে ক্লান্ত আঁখি রবে
চাহিয়া আশায়
হায়!
হিয়া
উঠিবে কাঁপিয়া
বেদনার অরুণিমা ছেয়ে
রবে মুখে; আমি যে অশান্ত স্রোতে ধেয়ে
বার বার মাথা খুঁড়ি বালুকাবেলায়, উর্ম্মিহারে
ব্যথা উদ্বেলিয়া যাই, আসি না ত মাতায়ে তোমারে
সুধা স্নিগ্ধ মৃদু মন্দ গুঞ্জরণে কল্লোল ঝঙ্কারে;
অতৃপ্তির অকরুণ উচ্ছ্বাসের ভরে
রত্ন মাগি তোমার সাগরে—
লই মুঠি মুঠি
লুঠি’।

তোমারে চাহিনা আমি

তোমারে চাহিনা আমি—চাহিয়া কি হবে ?
লতার পল্লব প্রান্ত
শিশির সিঞ্চিত কান্ত
কতক্ষণ শোভা পায় প্রভাত উৎসবে ?
রন্ধ্রহীন তব বাঁশী
সঙ্গীতের আশানাশী ;
অশ্রুজলে শিলামূর্ত্তি ভিজাব নীরবে ?

তোমারে চাহিনা—ভুল মান অভিমান
যে নাহি সহিতে পারে,
সংশয় মুচাতে নারে,
তৃষ্ণার আবেগ ক্ষণে সুশীতল পান-
পাত্রখানি নাহি হাতে ;
স্নিগ্ধ বাণী বেদনাতে
নাহি রচে সেতু খানি মুছি' ব্যবধান।

তোমারে—যে তুমি অন্ধের মত সুখে
চলেছ আপন পথে
উল্লাসে খেয়াল-রথে,
ভাব নাই ভরিয়াছ দুঃখ কার বুকে,
ক্ষমায় দেখ নি কারে ;
স্নেহ সিক্ত উপচারে
প্রেম পূজারতি তরে জাগ নি উন্মুখে।

কলহান্তরিতা

তবু ও কি চাহি নাই তারে ? কত দিন
তাহারে ফিরায়ে দিছি, ভুলে উদাসীন
কয়েছি নিঠুর কথা—তবু কি ফিরিয়া
ভাবি নাই আসিবে সে ক্ষমা শান্তি নিয়া
আবার আমারি কাছে ? নাই যদি ভালো
বাসিতাম—এত গান এত হাসি আলো
স্তব্ধ কি হইয়া যেত বেদনা বিধুর ?

সে অবুঝ জানে নাই বাদলের সুর
সাহানার বাঁশী কত শরৎ শেফালী
পূজাধূপ দীপ কত আয়োজন ডালি
ইচ্ছা ছিল দিই তারে ; এ নৈবেদ্যখানি
আড়াল করিয়া দিল অকরুণ বাণী,
শুধুই ফিরায়ে দিনু—হৃদয় মাঝারে
নিশি দিন তবু ও কি চাহি নাই তারে ?

গোপন

করো মোরে ক্ষমা।
আজিকার এই নিরুপমা
সুখ স্মৃতি খানি
নিয়ো না, কবিতা, তুমি বিশ্ব মাঝে টানি'
তব পুষ্প আচ্ছাদন ভরে
মনের একান্ত কথা রাখিয়াছ কত বন্দী ক'রে;
লুকানো মর্ম্মের মন্ত্রধ্বনি
বরণ আহ্বানে তব চমকিয়া দিনরাত্রি শুনি,
রাখো রাখো এরে,
আমারি সোহাগ মেঘ সঘনে রাখুক একে ঘিরে,
আমার এ সুখ
মোর কাছে বড় বেশী, উৎসুক উন্মুখ
রহে সে জাগিয়া;
মিছাই মাগিয়া
ফিরিয়ো না অলক্ষিতে একটু আভাস।
অনাবরণ তব বাহিরের বাস—
সেথা জ্বলিবে না এই দাহমুক্ত প্রেম,
এরে আমি রাখিয়া দিলেম
গোপন অন্তরে
ক্ষম মোরে, চাহিও না, পারিব না দিতে প্রাণ ধরে।

অপরাজিতা

(রবীন্দ্রনাথের 'জয় পরাজয়' গল্পের নায়িকা)

তোমার সভার কোলাহল হলে সারা
একে একে যবে ডুবে যায় সব তারা,
নিশীথ গগনে আঁধার বাঁধন হারা
নামিছে যখন, সেই ক্ষণটুকু লাগি'
অবিকশিতা
মোর শেষ গীতি শুনাতে প্রসাদ মাগি,
অপরাজিতা।

রাজসভা মাঝে আছে কত কবি দল
সাজাইতে তব উৎসব ঝলমল—
সবাই বিজয়ী, সবাই ধরণীতল
মোহিছে, লভিছে তোমার মুকুটমণি
সুপরিচিতা,
মোর সাধ শুধু শুনিতে নূপুরধ্বনি,
অপরাজিতা।

বহুদূর হ'তে আসে কত মধুকর,
বাতায়ন পথে স্তব গান নির্ঝর
প্রসারিয়া উঠে কত রাগে কত স্বর ;
মোর সুর নাই, গাহিতে জানিনা, শুধু
অপরিমিতা
আশা ছিল, আর তব আশ্বাস মধু,
অপরাজিতা।

প্রেমরাগ

সেদিন মুখর বর্ষা গোধূলি বেলা
রাজ বাতায়নে সাজে নি প্রদীপমালা,
কি জানি সহসা তব খেয়ালের খেলা—
চকিতে তোমার আঁখি-আহ্বান বাণী
বিজলী-সিতা
জাগাল আমার অপটু হৃদয় খানি,
অপরাজিতা।

সে নিমেষ হ'তে নীরব আঁধার রাতে
হেরেছি লিখিত এ হৃদয়ে বেদনাতে
তোমার স্বীকার ভাষাহীন আঁখি পাতে,
সুদূর লোকের স্বপনের রাজবালা
প্রণয়ভীতা,
ঝলিছে সমুখে অমল কণ্ঠমালা,
অপরাজিতা।

তারপর নিতি রাজসভা গৃহতলে
গোপন বারতা বাণী পূজারতি ছলে
রচিয়াছি লয়ে আকাশ কুসুম দলে—
জানি না অলখে গ্রহণ করেছ কি না,
হে সুচরিতা,
কবিকুল হাসে শুনিয়া সরল বীণা,
অপরাজিতা।

অপরাজিতা

যে গান হেথায় অবুঝের মত ফেরে,
রূপ নিতে চায় তোমার চরণ ঘেরে,
মানে নি ধরার পরিপাটী নিয়মেরে
সে গান থামিবে আজিকে নিশীথশেষে
ভীরু নমিতা,
ধ্যানেতে হেরিয়া তোমারে বধূর বেশে,
অপরাজিতা।

যে গান গেয়েছি, যে গাথা রহিল বাকী,
যে সুখ লভেছি, যে বেদনে মুখ ঢাকি,
সাধ আশা সব সাধনার ধন রাখি’
যাই সঁপি’ তোমা এড়ায়ে লোকের ভীড়ে
মধুরচিতা,
সহসা স্মরিবে কখনো বা এ কবিরে,
অপরাজিতা।

সে ক্ষণটুকুরে করুণ করো না, মোর
ব্যথার আভাস না পরশে এ বিভোর
জীবনের জ্যোতি, নববিকাশের ভোর,
তুমি চেয়েছিলে তাই গেয়েছিনু গান—
—গোপনে গীতা—
যা কিছু লভেছি তা-ও ত তোমারি দান,
অপরাজিতা।

অভিমান

তোমারে এ পূর্ণিমার রাতে
পড়িল যে মনে, বার বার,
মোর স্মৃতি উদিল কি সাথে
মুছে গেল যবে অন্ধকার ?

প্রত্যহের কাজে ভয়ে ভুলে
টানিয়া দিয়াছি অবসান.
ছুঁয়েছ কি আমার মুকুলে
একবারো সারা দিনমান ?

আমারে যে করিল উতলা
স্বপ্নমৌন আহ্বান তোমার ;
স্মরিলে কি মোর দেওয়া মালা.
এক ফোঁটা সলিলের ভার ?

না যদি পড়িয়া থাকে মনে
নাই বা পড়িল ক্ষোভ নাই.
কত সুখ লভেছি গোপনে
আমারি একান্ত ধন তাই !

না হয় ভুলেছ নিশীথেই,
ভুলিয়াছ আপনার সাথে ;
তোমারে লভেছি মনে এই
শ্রেষ্ঠ মোর পূর্ণিমার রাতে।

ভালবেসো

ভালবেসো, ভালবেসো, শুধু ভালবেসো,
প্রতিটী করুণ ক্লান্ত নিমেষেতে এসো
হৃদয় ভরিয়া। আজো স্মৃতির আহ্বানে
নিশার আঁধার ত্যজি' তপনের পানে
আত্মহারা চেয়ে থাকি, উদয় গিরির
প্রথম আলোক সনে দূব পূর্ব্ব তীর
আশায় উদ্ভাসি' উঠে যবে; মনে মনে
অলিখিত লিপি মোর পশ্চিম পবনে
দিই সঁপে সরমে আবেশে সুখে। আজো
দূরের দেবতা মোর যেথায় বিরাজো
দিব্য প্রেমদ্যুতি লয়ে সেথা অভিমান
সর্ব্ব ব্যথা অশ্রুধারা লভে অবসান;
প্রেমে শান্ত কান্তরূপে অনিমেষে হেসো;
আমারে, আমারে, প্রিয়, তুমি ভালবেসো

ভালবাসি

ভালবাসি, ভালবাসি, শুধু ভালবাসি।
আপন অন্তর হ'তে মধুরে উচ্ছ্বাসি'
পুষ্পসম বাণী ফুটে; হেরি নিরন্তর
মোর সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আশায় স্বাক্ষর
রাখি' যায় বাধাহীন অবিনাশী প্রেম;
তারি স্পর্শে মোর দীন ক্লান্ত চিত্তে হেম
নিকষিত রূপে জাগে, আনে নবীনতা
পুরাতন এই প্রাণে; করুণ দীনতা
ঢাকে রাজ আস্তরণে; আত্মা উচ্চশির
আকাশ ভেদিয়া উঠে যেথা তুমি স্থির
দাঁড়ায়েছ ধ্রুবতারা প্রত্যহের গ্লানি
হ'তে ঊর্দ্ধলোকে। তোমার নৈবেদ্যখানি
পরশি' জীবনাতীত করো সুখে হাসি'—
পরম নিমেষে সেই শেষ ভালবাসি।

সাথী

একদা যে ছিনু তব সাথী—
আজ যবে রাতি
আসিবে লজ্জার মত চারিদিকে ঘিরে,
ভয়াকুল ফিরে
চাবে যবে কারো হাতে আত্ম সঁপিবারে,
দ্বিধা দুর্নিবারে
পাবে না ক' কোন দিকে পথ,
সকল জগৎ
আবরিয়া রবে ক্ষুণ্ণমনে—
সেই ক্ষণে,—
মম চিরপ্রিয়,
আমারে স্মরিয়ো।

একদা যে ছিনু তব সাথী—
পথে সুখে মাতি'
আনমনে যা দিয়েছ তার
ভাব নাই বিনিময়ে পাবে অধিকার,
যা দিয়েছ চাহ নাই ফিরে,
সেই সব বসন্ত সমীরে
আকুল হইয়া ঘুরে আমার মাঝারে;
একদিন লয়েছিলে যারে
আজো সে রহিল কাছে, যদি ভালো লাগে,
যদি ব্যথা জাগে,—
মম চিরপ্রিয়,
অন্ধকারে তাহারে বরিয়ো।

সাথের চলা

সাথের চলা সাঙ্গ হল, পথ যে হল শেষ
মলিন মম অঙ্গে ভরে ধূলি,
সারাটী পথে ধ্বনিল কাণে তাহারি গীতরেশ,
কত না ফুলে দলিয়া গেনু ভুলি'—
কখনো হাত চাপিনু হাতে,
আত্মহারা চলিনু সাথে,
পথের শেষে ব্যাকুল ব্যথা
রহিতে আমি নারি।

বিদায় কালে মগ্ন হল বুকের ঊর্ম্মিরবে
অফুট কথা প্রাণের ছবিখানি,
মাতিয়া ছিনু তাহাতে নিতি দৃষ্টি মহোৎসবে
দ্বিধা না করি' হার যে আমি মানি—
আপন কথা কহিলি এত,
স্বপন জাল রচিলি কত,
কি ফল পেলি? কিছুই নহে,
কেবলি অশ্রুবারি।

সাথের চলা সাঙ্গ হল, পথ যে হল শেষ,
হাতেতে রহে বিদায় পাত্রখান,
যে ফুল তুলি' তাহার লাগি' করিনু উদ্দেশ
জানি না তার কি পাব প্রতিদান;
আবেশে ভরে সকল হিয়া
প্রতি নিমেষে উঠে কাঁপিয়া;
তাহারে হেরি' শূন্য ভরি'
উছলি উঠে সুখে।

সাথের চলা

বিদায় কালে মগ্ন হ'ল বুকের উর্ম্মিরবে
কি সান্ত্বনা গেল সে দিয়া মোরে;
মিলন মালা উজল হ'ল পরশ গৌরবে,
শিহরে তনু পুলক মধুঘোরে,
আমারে মনে রাখিবে কি না,
কি ঠাঁই পাব—আমি জানি না;
বেদন রাঙা একটি কাঁটা
বিঁধিবে তার বুকে।

সাথের চলা সাঙ্গ হ'ল, পথ যে হ'ল শেষ;
যাত্রাপথ নবীন করে সুরু,
জয় পতাকা রচেছি পুন, নাহিক দৈন্য লেশ,
রক্তকমলে ভরা মোর মরু;
প্রাণের খেলা এখনো চলে
আপন মনে না চাহি' ফলে,
মরম মম সরমে মরে,
মন কেমন করে।

জীবন যবে বিদায় নিবে ধরণীবক্ষ হ'তে—
আঁখির 'পরে কালো যবনিকা
মৃত্যু আঁধার ঘনায়ে আসি' নামিবে ইন্দ্ররথে,
শোভিবে ভালে তারি রাজটীকা,
সমুখে আলো উদিবে ধীরে,
আমারে হাসি' স্মরিল কি রে?
বাসনা মম ভালো যে বাসা
শুধু তাহারি তরে।

দেহ

আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি' যে ব্যাকুল বাণী,
যত অশ্রুধৌত শান্তি লইয়াছে মানি'
আপনার পরিণাম সন্দেহ প্রকাশে
বিকশি' উঠেছে আজি শোভা আর বাসে
পুষ্প সম পূর্ণ হ'য়ে; কিছু সার্থকতা
ল'ভেছে ফোটার মাঝে, আর যত কথা
কহিবার বাকী আছে—নৈবেদ্য তোমার,
শুধু উৎসর্গের মাঝে পরিচয় তার।

তুমি জেনো এই দেহ প্রাণের বিকাশ;
তাই এত বাণী ফোটে, গানের আভাষ
হেথা বিশ্বলোক ছানি' বাসা বাঁধিয়াছে
তোমারে শুনাবে ব'লে; তাই মিশে আছে
দেহের অতীতাকাশে তোমার প্রভাতে
এ জীবনে যা শুভ্রতা নক্ষত্রের সাথে।

সাগরিকা

আজো কি পড়ে না মনে
বসন্ত সমীরণে
খেলিলাম কত খেলা বালুকাবেলায়,
ফেনার মালায়
সাজালাম কত রূপে তোমার উপরে,
কত সাধ ভরে
রচিলাম ইন্দ্রধনু দিগন্তে তোমার,
কত যাচে নিশি পূর্ণিমার
তোমার অতলস্পর্শ প্লাবনে ভাটায়,
অসীমের বক্ষ ফাটা আকুলতা কত যে লুটায় ;
সাগরিকা কল্লোলেতে মাতিছে আপনে—
তাই কি পড়ে না মোরে মনে ?

যুগযুগান্তের কথা প্রতি রাত্রি উৎসবের শেষে
তিলে তিলে জমিছে নিমেষে,
ঊষার উদয়াচলে স্বর্ণ আভা রাশি
ইঙ্গিত করিছে মৃদু হাসি',
নিশান্তমিলন স্বপ্নশেষে
সমাপ্তি সে আসিয়াছে বিষণ্ণার বেশে,—

এ পাথার পারে আজি সকলি উন্মনা,
তাদের অশান্ত ক্ষোভ স্তব্ধ যে হোলো না
ভাষা সুবিপুল
প্লাবিয়া ভাঙ্গিয়া মম কূল
মিলালো যে তরঙ্গের কম্পনের সনে,—
তাই কি পড়ে না মোরে মনে ?

দুঃখের প্রদোষ অন্ধকারে
বারে বারে
সমুখে তুলিয়া খেলে চঞ্চলার নীল যবনিকা ;
ব্যর্থকাম প্রণয়ের মালার মণিকা
নিজ গলে ধ'রে
উৎসর্জিনু আপনায় অতল সাগরে।
আমারে মরণ রূপে লভিয়াছ আপনার সনে
তাই কি পড়ে না মোরে মনে ?

ধ্রুবতারা

তুমি ধ্রুবতারা। সংসার ত্যজেছে মোরে
পথ নাই, দিশা নাই; চারিদিকে ঘোরে
ঘূর্ণির অতল পাক। ওই যেথা তীরে
বহু দূরে ম্লানাশায় মুছেছে তিমিরে
সেথায় আশ্রয় নাই, ডাকিবে না কেহ
প্রসারিয়া হাত, খুলিয়া দিবে না গেহ-
দ্বার। মৌন রাত্রি কাটে একা শান্তিহারা;
জাগো শুধু তুমি, তুমি মম ধ্রুবতারা।

শুধু তুমি রও চেয়ে। বিশ্ব ঘুম ঘোরে
অসাড় নিষ্পন্দ লোটে। কত রাত্রি ধ'রে
তুমি নির্নিমেষ; কত অসীম বেদনা
কাঁপিয়া মূরছি' চায়, সস্নেহে কত না
স্পর্শ দাও, আলো দাও, সুখসুধাধারা—
তুমি বঁধু মম, তুমি মোর ধ্রুবতারা।

তন্ময়ো বিরহে

কাল রাত্রি শেষে
লয়েছ বিদায় যবে হেসে,
চকিতে ফিরিয়া ক'য়ে কথা কাণাকাণি
পরাইলে যবে মালাখানি,
বুঝিলাম তোমার এ ফিরে চলে যাওয়া,
বিষাদে এ বিদায়ের মায়া,
এ যে পূর্ণ অনন্ত মিলন—
ভ'রে রাখা মন।

এ শুধু বিয়োগস্তব্ধ দ্বারে
পিছে রেখে আসা সিন্ধু পারে,
ফেলে আসা শুষ্ক পুষ্পহার,
সাজানো এ মালাখানি দিয়ে নব প্রণয় সম্ভার।

রাত্রিশেষ মিলনের মালা
তোমারি উত্তরী' গন্ধ ঢালা
দিবসের তাপক্লান্ত পরাণবঁধুরে
সুধাস্পর্শে সুখস্বপ্নে মুগ্ধ রাখে অনন্ত মধুরে
সন্ধ্যার পূর্ণতা পরে ফিরাইয়া আনে
তোমারে আমারি হিয়া পানে।

এই পাওয়া, থাকা পথ চেয়ে
গোপনে যে ভ'রেছে হৃদয়ে
নিত্য নব ঐশ্বর্য্যের দানে
অমৃতের ধ্যানে ;
এই ত অমর্ত্ত্যলোকে চিরদিনকার
ফিরে পাওয়া বিরহেতে রাত্রে বারবার।

আমারে কি দিবে ?

আমারে কি দিবে ?
সুখ ঢালি' অবিরত   কি আছে দিবার মত
ভূলোকে ত্রিদিবে ?
স্তব্ধ আশা নিশিদিন   চাহি' রহে উদাসীন,
দু'হাতে তাহার
তুলিয়া দিবার ধন   রেখেছ কি অনুক্ষণ
নিজ ফুলহার ?
গোপনে যা কিছু চাই   কোথা না খুঁজিয়া পাই
মিছে মরি ঘুরে,
নিত্য হেরি মরীচিকা   মোহন আবেশ মাখা
লুকায় সুদূরে ।
তোমার ও সরোবরে   জল টলমল করে,
মনে কত আশা—
অমৃত সায়র তলে   ঢাকিয়া কমল দলে
মিটাব পিপাসা ।
আমার এ নীড়খানি   কখন টুটিবে জানি,
ঝড় বয় বেগে,
তরুশাখা মর মর   আবাসটি পড়ো পড়ো
রাত কাটে জেগে ।
তোমার শাখার পানে   ব্যাকুল হিয়াটি টানে
শান্তি আছে হোথা ;
বহে যে ব্যাকুল বায়   আবেগে কম্পিত প্রায়,
স্পর্শ লাগে কোথা ।
জীবনের সে নিমেষে   ঢাকি' অনন্তের বেশে
একাকী রহিবে—
তখন আমার লাগি'   রবে কি নিজেই জাগি' ?
আমারে কি দিবে ?

শ্রেষ্ঠ দান

আমার সে কল্পলোক আপনারে ল'য়ে
কত ফুল ফুটায়েছে, প্রান্ত উথলিয়ে
উঠেছে অমৃত বিন্দু, সুখ শতদল
ফুটেছে আলোকস্তরে, লীলা অচঞ্চল
কৌতুকে রয়েছে জাগি', বসন্ত বাতাস
ছুঁয়ে গেছে মল্লীমালা, শুভ্র বনকাশ
জানায়েছে হাসি, নদী গেয়ে গেছে গান ;
তুমি শুধু দিলে তব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ।

যেথা দাঁড়ায়েছ তুমি, আমার জীবন
পারিবে না সেথা যেতে, অনন্ত স্বপন
তবু ত ভেঙ্গেছ তুমি অঙ্গুলি পরশে ;
তাই তাহা তোমা' দিনু, তুমি ব্যথারসে
তাহারে ডুবালে, মোর সুখের সন্ধান
রহিল ব্যথায় ফুটে, তব শ্রেষ্ঠ দান ।

চাওয়া পাওয়া

কি চাব তোমার কাছে ? দাও নাই সুখ,
হয়েছে বিমুখ
বৃথা অন্ধ অন্তরের মত্ত ব্যাকুলতা,
যত কথা
উঠেছিল পরাণে গুঞ্জরি'
সব ঝরি'
আশার কানন গেছে ভরি'।

মেলিয়া নয়ন
দেখি গত রজনীর বিফল চয়ন
শুকায়ে র'য়েছে এক সাথে :
আজ প্রাতে
প্রেম তারে ভুলে গেল ছুঁয়ে,
পেল প্রাণ ভূয়ে ;
ফিরে নিলে সেই মালা মাথাখানি নুয়ে।

প্রেমরাগ

কি চাব তোমার কাছে ? কথা কও নাই,
আমি তাই
তোমার সে নীরবতা এ প্রাণ ভরিয়া
গানরূপে নিয়েছি গড়িয়া ;
সেই সব
রহিল নীরব
অতল-মরণ-স্নিগ্ধ দৃষ্টি মহোৎসব ।

তোমার সে গান
পেল বুঝি অমৃত সন্ধান,
আজ তুমি নিজে
তোমারি চোখের জলে ভিজে
শুনিতেছ অপলক বসি'
আমারে পরশি' ;
মৌনতা মুখর হ'ল ও হৃদয়ে পশি' ।

কি চাব তোমার কাছে ? চাহ নাই ফিরে
একান্ত অধীরে
বিদায় লইয়া গেছ তুমি,
আমার এ ভূমি—
ছেয়ে গেল শ্বেত বালুকণা
ফুল ফুটিল না,
পর্ণে পত্রে শ্যামলিমা রহিল অজানা ।

আজ নিশিভোরে
ঘুমায় অশান্ত ধরা মোহ নিদ্রাঘোরে,
আঁধারের পানে
শুকতারা মৃদু হাসি হানে;
অলক্ষিতে তব পিছু চাওয়া
ভ’রে দেয় তারাদলে মায়া
সেই ত তোমার দিঠি. পুষ্পকুঞ্জে তোমা’ ফিরে পাওয়া।

কি চাব তোমার কাছে? ছিনায়ে আপনি
নিয়ে গেছ মুক্তিলিপি খানি,
নিয়ে গেছ হৃদয় তোমার
অতি গুরুভার।
দাবী তার না রেখেছ, না রেখেছ দায়;
মুক্তির বিদায়
দিয়াছ যে তুমি আপনায়।

প্রেম নিরঞ্জন
তোমার নয়ন কোণে কি দিল অঞ্জন,
তোমাব সে মুক্তি হোমানলে
মুক্তিরে দেখিতে পাও বন্ধনের দৃঢ় পাশ ব’লে,
আস ফিরে হেসে,
তোমারি সকাশে
তব সর্ব্ব নিষ্ঠুরতা প্রেম হ’য়ে শুধু ফিরে আসে।

একান্তে

আজো যে পড়িছে মনে। এমনি আঁধার
আরো কোন সন্ধ্যাবেলা রুধি' গৃহদ্বার
একান্তে বসিয়া তোমা' ভাবা, চুপে চুপে
নাম ল'য়ে খেলা, সাজাইয়া দীপে ধূপে
স্মৃতিরে দেউল করা, সহসা ব্যাকুল
চকিতে চমকি' ওঠা, মানসের ভুল
তাও ভালো লাগা; শুধু অকারণ সুখে
ভ'রে যায় মন। আজো ধীরে নত মুখে
কাঁদি' ফিরে গোধূলির আলো। সিক্ত বায়
মেঘের অলকে খেলি' কারে বুঝি চায়
মদির মন্থর, অন্য মনে থাকি' থাকি'
উদাসিয়া দেয়া ডাকে; বসিয়া একাকী
অনুভব করি সবি। শুধু সংগোপনে
তোমার প্রতিটি কথা রহে জুড়ি' মনে।

কিশোর প্রেম

হয়ত কখনো তুমি অবুঝ নিমেষে
হেরিবে পশ্চাতে ফিরি' কালস্রোতে ভেসে
গেছে চ'লে প্রেমের কৈশোর লীলাময়,
সেই ক্ষণ-অবকাশে প্রীতি বিনিময়,
মুগ্ধ আলাপন শত, খেয়ালের খেলা ;
আজিকার এই ম্লান সায়াহ্নের বেলা
তব স্পর্শমণি টুকু এ জীবন মাঝে
অনন্তের ধনরূপে গৌরবে বিরাজে—
সেই শ্রেষ্ঠ সত্য মোর।

তার পরে আর
হয় নি এ হিয়ে নব মাধুরী সঞ্চার
নব অভ্যুদয় ; আত্ম বিকাশের পথে
সম্মুখে চলেছ তুমি জীবনের রথে,
তবুও তাকাবে ফিরে—উৎকণ্ঠিত হিয়া
তাই সে কৈশোর দ্বারে রহি প্রতীক্ষিয়া।

বিদায়

পূর্ণ করি' সারা মন-ঘন কালো মেঘ,
দাঁড়াইয়া বিদায়ের তীরে
আনি নাই আজ সাথে বর্ষণ আবেগ,
দেখা হবে শুষ্ক অশ্রুনীরে,
কহিব না কোন কথা, কাঁপিবে না চোখ,
এই শান্তি স্তব্ধ মৃত্যু এই জয়ী হোক্ ;
সহসা কাতর হিয়া নাহি পড়ে লুটে ,
নাহি যেন আসে চোখে জল,
তোমার অশোক ধৈর্য্য তাও যদি টুটে
সেই রবে আমার সম্বল ।

হয়ত লভিতে কারে সাধ হবে ভুলে
বসন্তের স্পন্দনের সনে,
কি জানি কাহার লাগি' মধুরে ব্যাকুলে
মৃণাল ফুটাবে কাঁটা মনে ;
যাহারে চাহিতে এত ভাবিয়ো না তায়,
শ্রান্ত হিয়ে বসিয়ো না রুদ্ধ বেদনায়,
তবু যদি আমারেই চাও অকারণ
পারে না ত এ জীবনে আর,
পারিলে মনেরে দিয়ো প্রবোধ বারণ
করিয়ো না আশার সঞ্চার ।

বিদায়

সংসারের সার রত্ন তুমি রবে দূরে,
মাঝে রবে বিস্মৃতির দেশ,
কি হবে বিচ্ছেদটিরে গাহিয়া মধুরে,
হয়ে যাক্ কবিতার শেষ .
আমার বর্ষার বারি যা গিয়াছে দিয়ে
তা যদি শ্যামল রাখে তোমার ও হিয়ে
অসীম সৌভাগ্য মোর—হেমন্তের দিনে
শ্যাম শোভা ভরিবে ভুবনে,
সে দিন হয়ত তুমি আমারেও বিনে
পাবে মোরে মধুগন্ধি বনে।

শুধায়ো না কোন্ প্রাণে রবো আমি একা
কেমনে কাটিবে মোর দিন,
চেয়ো না জানিতে কিছু, তব শেষ টীকা
থাকুক বিষাদরেখা হীন :
আমারে যা দিয়েছিলে শেষ অবসান,
নীরব প্রশান্তি প্রাণে তুলেছে আহ্বান,
লিখেছে অনল দিয়ে সাধনার নাম,
নিরুপম সুখ দেছে ভরে,
অন্তর বেদনা মোর লভে পরিণাম
প্রিয় নামে অনন্ত আখরে।

সম্বল

বিদায় আরতি শেষে নিশীথের বায়ু
যদি ভারী হ'য়ে আসে স্মরিয়া তোমায়,
যদি কভু বিরহার্ত্ত হৃদয়ের ভার
ভুলে যেতে চায় তব বসন্ত সন্ধ্যার
সীমন্ত সিন্দূর রাগ—সে হৃদয় খানি
দূরান্তরে ভরাইব সাধনার বাণী
গুঞ্জরিয়া। যত টুকু তব স্পর্শ ডালা
তোমারেও না জানায়ে এ দূর নিরালা
জীবন ভরাতে পারে শুধু সে টুকুরে
যদি পাই,—তার বেশী ব্যথাহত সুরে
চাহিব না প্রিয়ে। যাহা দিলে তৃপ্তি পাও,
যা বরিয়া নিলে মোর মৌন বেদনাও
জ্বলিবে অনল হ'য়ে তুমি দিয়ো তাই—
সে আগুন ছানি' আলো লভিব সদাই।

আলো

আলো রূপে চিত্ত জুড়ি' ছিলে একদিন।
আজিকার উচ্ছ্বাসবিহীন
সন্ধ্যার ম্লানিমা
তারে ঘেরি' দিতে চায় অকারণ সীমা,
টানি' দিতে সোণার বিস্মৃতি,
সে দিনের গীতি
ভ'রে ছিল যে পূর্ণ আকাশে
শূন্য রূপে দেখাইতে তারে অবিশ্বাসে।

তুমি তাই আসন্ন আঁধারে
পাতো নি আসন তব বর্ণচ্ছটাহারে,
বিফলে করুণ ক'রে তোলো নি প্রদোষ,
করো নাই রোষ,
নিঃশব্দে এড়ায়ে তম ক্লান্ত কোলাহল
শোভিতেছ দীপ্ত ঝলমল
প্রসন্ন পুলকে
অশ্রুর কালিমা হ'তে বহু ঊর্দ্ধলোকে।

বিপ্রলব্ধা

এ প্রেম আমার
আপন ঐশ্বর্য্য ভার
কার হাতে দিয়েছিল তুলে ?
আজ খালি ভুলে
কেন বারে বারে ভাবি মিছে সবি মিছে,
চাই ফিরে পিছে,
নিয়ে যাই ফিরায়ে আবার
এ প্রেম আমার ?
স্বভাব-বৈরাগী
ছিল না সে জাগি',
চায় নি ফুটিতে,
পারে নি বাসন্তী বায়ে ছুলিয়া লুটিতে—
কেন তুমি এলে
তোমার ও স্বপ্ন পাখা মেলে,
মায়া স্পর্শে প্রেমসাধনায়
জাগাইলে তারে বেদনায় ?

কেন তুমি এলে
কুঁড়িটিতে মধুগন্ধ ঢেলে ?
কেন বা ভুলালে
কোন কালে

যারে কেহ জানে নাই, পড়ে নাই কাহারো নয়নে—
তোমার চয়নে
কেন তারে নিলে
টানিয়া নিখিলে ?
তার পরে অলস বেলায়
উদাস হেলায়
এই শাখে, এই পুষ্পে, তৃণে
দিনে দিনে
যত রস যত বারিকণা
পড়িল না
কে বাখিল খবর তাহার,
এ প্রেম আমার ?

হায়
এ কি সত্য, প্রথম উষায়
যে গুঞ্জন ধ্বনি
সোহাগেতে পল পল গণি'
কাণে কাণে
অবিরাম ভরে গানে গানে,—
এ কি সত্য, মধ্যাহ্ন বাতাস
ফেলিলে নিঃশ্বাস
স্তব্ধ হয় তাও ?
এ কি সত্য, হায়, এও কি উধাও

হইবে নিমেষে ?
কভু ও কি বলে নি সে
আমি চুপে চুপে
বার বার সত্যে দীপ্তরূপে
আসি ফিরে আসি,
কত শ্রান্ত প্রহরেও এই সাধা বাঁশী
কখনো থামেনি
দিবস যামিনী ?
যে মধুব বাণী
কহিতে চাহ নি কাণাকাণি
শুধুই পরশে
জানায়েছ গোপনে হরষে
তা' কি হবে শেষ ?
প্রতিটি নিমেষ
অনন্ত করিয়াছিলে যদি
নিরবধি
তাহা কি রবে না ?
আর কাণে কখনো কবে না—
আমি ছিনু, আমি আছি, চিরকাল থাকি ;
এ বিশ্বে একাকী
নিশীথের বায়ে
মরিতে হবে না তোরে বিফলে দুলায়ে,
আমি আছি তব চারি পাশে
আকুল বাতাসে ?

বিপ্রলব্ধা

এই থাকা, ক্ষণ কাল থাকা
এ কি ফাঁকা ?
নাই সত্তা এর ?
নিমেষের
অরূপ সুন্দর থাকা, এ কি মিথ্যা হবে ?
তোমার উৎসবে
এতটুকু ঠাঁই আর নাই ?
তাই
এ ও কি ভুলিয়া যাবে ? প্রীতি বরণের
এ জাগরণের
কথাটুকু ভুলে যাবে শয়নে আবার,
এ প্রেম আমার ?
এ কি স্বপ্ন খেয়ালের সুখে ?
আমার সমুখে
যে ধ্রুবতারাটি,
অমৃতের যে উৎসধারাটি,
এই সুখ, এই তৃপ্তি পাওয়া ,
তোমা পানে চাওয়া
সবি স্বপ্ন ? তাই হবে বুঝি,
মিছে তোমা খুঁজি,
আমারি মানস মূর্ত্তি—কিছু নও নিজে ;
তুমি ও স্বপ্ন যে।

পরিচয়

আজিকার এই স্তব্ধ উচ্ছ্বাসবিহীন
নিস্পন্দ চাহিয়া থাকা আকাশের পানে
মুক্ত বাতায়ন পথে, নীলিমায় লীন
অসীমের অনুভব উদার আহ্বানে,
এই শান্ত পথটীর ধূসর প্রসারে
লক্ষ্যহীন খেয়ালেতে উদাস নিমেষে
চকিতে চমকি' ওঠা ; মনে হয় কারে
যেন দূরে হেরিলাম পরিচিত বেশে,
এই শূন্য কক্ষকোণে নত মুখে ধীরে
ওষ্ঠেতে মিলায়ে যায় একখানি নাম,
নীরবে নিমীলি' আঁখি স্মৃতিটুকু ঘিরে
অতীত জীবন তীর্থে চরম প্রণাম—

নিরুদ্ধ আমার যত অশ্রুর সঞ্চয়
তার মাঝে পাই তব পূর্ণ পরিচয়।

আমারে ভুলিয়ো

আমারে ভুলিয়ো,—যদি একা পথ পানে
চাও তবু মোর স্মৃতি মনে নাহি হানে
বেদনার কাঁটা, উৎসবের নিশা ভোরে
যদি বা জাগিয়া হের বিচ্ছেদের ঘোরে
শুধু জ্বলে ম্লানালোক প্রদীপে স্মৃতির।

কি হবে রাখিয়া মনে পরাণে প্রীতির
উৎস যদি যায় শুকাইয়া?   কত বার
কত জন দিবে ডালি কুসুম সম্ভার,
ফেলিবে আপন ছায়া তোমার মুকুরে;
তার মাঝে দীন কোণে লুপ্ত প্রায় দূরে
পারিব না রহিতে মলিন।   দীপ্ত রূপে
না যদি হেরিতে পাও, উপচারে ধূপে
না যদি দেউল সাজে,—মম চিরপ্রিয়,
মিছে রাখিয়ো না মনে, আমারে ভুলিয়ো।

অবিস্মরণীয়

আমারে ভুলিয়া যাবে তুমি ?
বসন্ত চুমিয়া বনভূমি
যখন চলিয়া যাবে দূরে
বাজিবে যে মনে ঘুরে ঘুরে
এই ফুলে এই ফলে নাই
সেই শোভা রস রূপ ; তাই
আঁখি পাতা কেন নেমে আসে ?
সে কি তবে মোরে ভালবাসে ?

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে মন আবরিয়া,
মেঘের ডমরু গুরু রবে
আকুল অবশ তনু হবে,
গাহিবে বরষা ক্ষণে ক্ষণে,
তখনো যে পড়িবে ও মনে,—
এ কি ব্যথা ? এ কি বিফলতা ?
এত কি মিলন চঞ্চলতা ?

কোন দিন শরৎ শোভায়
আকাশের আধফোটা গায়
সহসা কাঁদিয়া বহি' যাবে
মেঘরেখা ছল ছল ভাবে,
তখনো আমার কথা খানি
বাতাস বহিয়া দিবে আনি' ;
ভুলিবে বা কি করিয়া মোরে
স্মৃতি অশ্রু বিপ্লাবিত ঘরে ?

মোরে তুমি ভুলিতে পার কি ?
থেকে থেকে হৃদয় পুলকি'
ফুটিবে যে পুষ্প দল প্রায়,
অনুরাগ দোলা দিবে তায়,
থেকে থেকে বসন্ত প্রলাপে
দুটি শাখা পরশিয়া কাঁপে ;
তব চিত্ত মাঝে দিবা যামী'
ভুলিবার অতীত যে আমি ।

মনে রেখো

বলেছিলে মনে রেখো তোমার আঁখির নীলাম্বরে
বিদায় মেঘের ছায়া পড়িল যখন। মন ভ'রে
শুনেছিনু দুটি কথা আকুল সহস্র বাণী যবে
বক্ষ ভেদি' মাথা ফাটে পাষাণ দুয়ারে। সগৌরবে
রুধেছিনু তারে। তার পরে সেই দুটি ছোট কথা
অহরহ মনে আসে, সমুদ্রের কল্লোলের ব্যথা
সাথে ল'য়ে, অনন্ত অম্বরে নীল নিদ্রা করুণতা
কত ছেয়ে গেল তারে, প্রতি উষা হাসি' অরুণতা
দিল তারে স্পর্শ করি', প্রতি সন্ধ্যা সীমন্ত সিন্দূরে
রাঙায়ে দিয়েছে মোর মধুমৌন পরম বন্ধুরে।
কত স্বপ্ন কাঁদে তারে ঘিরে; কত সুখ কল্পনায়
গাহে সে যে প্রদোষ আঁধারে, কত মূক বেদনায়
ধ্বনিছে আহ্বান তার। এ হৃদয়ে চিরকাল থেকো—
মিশেছে তোমার মাঝে শেষ কথা মোরে মনে রেখো।

ভুলিব না

ভুলিব না আমি হেথা যত দূর হ'তে বহুদূরে
ভেসে যাই অকূল পাথারে, যত উদাস বিধুরে
ক্লান্ত আঁখি মেলে থাকি পশ্চিমের পানে। পলে পলে
আরো দূরে যাই চ'লে ; নিতি হিয়ে জাগিছে বিফলে
কতদিন তাকায়েছি প্রাচীন পূরবে কার লাগি' ;
উন্মনা আঁধার রাতে চমকিয়া কতবার জাগি
কার ডাক এলো ভাবি'।

হেথা দিন কাটে না আমার,
দিবা রাত্রি কল্লোলিয়া কাঁদি' যায় অতল পাথার
বিরহী হিয়ার দ্বারে দ্বারে। সারাদিন ক্লান্ত মনে
নীরব নীলের স্বপ্ন মিশে যায় অশান্ত ক্রন্দনে
অব্যক্ত অসীম শূন্যমাঝে। হোথা বিবশ ব্যাকুল
ভরিছে দিনান্ত বেলা ক্লান্ত রবি ম্লানিমা আকুল ;
নাহি তীর, নাহি তরী, নাহি আশা, শুধু, চিরপ্রিয়,
আছ তুমি ধ্রুবতারা, অন্ধরাতে তুমি না ভুলিয়ো।

রাখী

উষার অরুণরাগ সন্ধ্যার আরক্ত লাজ ছানি'
লাবণি মিলায়ে ল'য়ে হৃদয়ের প্রস্ফুট কোরকে
মৌনতার মধুমাখা পরিপূর্ণ প্রণয়ের বাণী
আনন্দসুন্দর মন্ত্রে এই হেথা সৃজিলাম তোকে।

জীবনের ধ্যানখানি তারে রূপ পারি না যে দিতে,
ভাষা যে ডুবিয়া যায় আঁখির অতলে ;
দিগন্ত আভার মত রাঙাইয়া সূতার রাখীতে
বিকশি' উঠেছে প্রেম অরবিন্দ দলে।

ধরিত্রীর নিত্য কাজ পথে ছোটা, অবসর নাই,
তার মাঝে কেহ না তাকায়
একটি আকুল হিয়া কার পানে চ'লেছে সদাই,
বিশ্বময় লুটাইতে চায়।

যার পরিচয় নাই পুষ্প প্রান্তে শিশির মতন,
যে সৌরভ অকারণ তারে
কেহ খুঁজিবে না কিছু কোথা' তার তৃপ্তি নিকেতন,
সাজাবে না সৌরভের ভারে।

তাহারে বাঁধিতে হবে, ভরিতে যে হবে চিরদিন
জড়াইয়া বাঁশীর নিঃশ্বাসে,
কালের প্রবাহে ভাসি' যায় সবি চ'লে উদাসীন,
মরি আমি উৎকণ্ঠিত ত্রাসে।

একটি মুগ্ধ স্পর্শ কেবা মোরে দিল উপহার
অনন্ত অক্ষয়—
ওরে রাখী, এ জীবনে তুই থাক গোপনে তাহার
হাতের বলয়।

রাখী

মোর দেশ দূর
পূর্ণিমার আলোক সেতুর
শুভ্রতা রচেছে যার এ বন্ধন, নব পরিচয়,
সেথায় জাগিবে আজি পরম বিস্ময়
হেরিয়া আমারে
যে আমি ছিলাম মৌন বিস্মৃতির পারে ।
তার দৃষ্টিখানি
লভিবে নূতন দীপ্তি, এ আলোক ছানি'
পরিবে সে নববাস, তার তৃপ্ত হাসি
নভ প্লাবি' উঠিবে উচ্ছ্বাসি' ;
তবেই ত রাত্রি পাবে সীমা—
এ রাখী পূর্ণিমা ।

বন্ধন পরায়ে দিনু । পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদ
হাসিল মোদের 'পরে, চারি চক্ষে অতুলন সাধ
ফুটিল সপ্রেমে । তার পরে এত মাস বর্ষ মাঝে
তেমনি পূর্ণিমা আসে, স্মৃতি জাগে ; কত বুকে বাজে
আশার তরঙ্গ দোলা ; শুধু আমি দূর দূরান্তরে
সেই শুভ্র দুটী হাতে রক্ত রাখী সে মিলন স্মরে
গাঁথি কল্পনার মালা ; সে রাত্রির অনন্ত বন্ধনে
আমি-ই রহিনু বাঁধা—হৃদয়ের প্রতিটী স্পন্দনে ।

স্বপ্ন

শুধু
বুঝি স্বপ্ন মধু?
স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয় আর?
এই খালি তারে ভাবা, পিছে বার বার
পথ পানে চেয়ে থাকা, সুনিভৃত ক্লান্ত অবসরে
চমকি' চাহিয়া ওঠা, খুঁজে মরা জীবন দোসরে?
আমারে স্মরিছে চোখে অশ্রুযূথী ল'য়ে,
রাখিয়াছে চিত্ত কিশলয়ে
মোর নাম লিখি'
সে কি?
সে কি
উঠিবে চমকি'
ত্রস্ত লাজে নিরাশা সায়রে
চকিত বিদ্যুৎ সম ঘন মেঘ স্তরে
হেরিয়া আশার দীপ স্মৃতির আলোকে? ক্ষণিকের
মায়া তাও ভালো লাগে, ভালো লাগে সকল দিকের
শ্রান্তি জ্বালা ভুলে থাকা স্বপ্ননীড়টিরে;
তাই ব্যর্থ নভ হ'তে ফিরে
কুলায় প্রত্যাশী
আসি।

একা

বুঝিবে না—বাতায়নে কত দীর্ঘ অসহ রজনী
একা বসি’ বসি’ হায় অসহায়ে পল পল গণি’
কাটিতে চাহে না আর ; ঘুমঘোরে উদাস অবনী,
উদাসী তুমিও। কেমনে জানিবে বল
সারা রাত্রি মেঘ বারি অশান্ত চঞ্চল
করে খেলা, বিফলে জাগায়
সুপ্ত মোর আশাটিরে হায়,
বিশ্বে আনে টানি’
স্তব্ধ মোর বাণী
রাণী।
আঁখি
মুদে রাত, ডাকি’
যায় থাকি’ থাকি’
ঝিল্লীদল, যায় দূরে মিশে
প্রতীক্ষার প্রতিটি নিমিষে
দীপরেখা ; এ জীবন একটি যামিনী
গভীর তিমির ময় ; শিথিল কামিনী
ঝ’রে যায়, তারা ডোবে, বাদল কাজরী ওঠে মাতি’
ব্যাপিয়া আঁধার ; মনে বোঝাপড়া করি, ওগো সাথী,
তব সনে। কত পরে পূর্ণ হবে উপাসনা রাতি ?

সংসারাতীত

ভাবিয়াছিলাম
তব বক্ষে আজ মোর নাম
রেখে যাব চিরদিন তরে,
এ জীবন ভ’রে
ধ্বনিবে তোমার কাণে কাণে
ছন্দে গানে
আমার এ নাম; তব ত্রস্ত আঁখি
থাকি’ থাকি’
উঠিবে চঞ্চল হ’য়ে তিমিরের তলে,
চকিতে রহস্যভরা পলে
দেখিবে ক্ষণিকা
মম নামে জ্বালা দীপশিখা।

সেই লগ্ন যদি নাই এলো,
আকুল চৈতালি স্বপ্ন যদি বা মিলালো,
বসন্ত মঞ্জরী সাথে
রক্তিম হৃদয়ে রচা পাতে
এ পত্রটী পাঠাইনু তোমার উৎসবে—
প’ড়ো ইহা নিশান্তের স্বপ্ন তব ভঙ্গ হবে যবে।

সংসারাতীত

লিখিলাম,—
এ মুহূর্ত্তে এই লভিলাম
তব মনে ঠাঁই ;
সদাই
যাহা করিয়াছি দান গাহিয়াছি নিজে
আমারি চোখের জলে ভিজে,
সে যে আজ তোমার বিপিনে
আকম্পিত তৃণে
আজি জাগি' আকুল চঞ্চল,
তব প্রেম-পল্লব অঞ্চল
এই মোরে স্মরে
অশ্রান্ত মর্মরে।

আমি কিন্তু হেথা আর নাই,
মোরে ঠাঁই
দিয়াছে যে নিখিলে বিধাতা
কণ্টকিত ধূলিশয্যা পাতা।
যা পেয়েছি আমার হৃদয়ে
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে
সব দিছি তব হাতে তুলি' :
মোর লাগি' ধূলি
রেখেছে দেবতা,
আমি কি কখনো তা'

ভয়ে ভুলে ত্যজিবারে পারি ?
আমারে যে দিতে হবে পাড়ি
কাল বৈশাখীতে,
বসন্তেব দোলা দেওয়া গীতে
দক্ষিণ পবনে
সুখসুপ্তি অলস স্বপনে
কি হবে আমার
প্রণয়ের কুসুমিত ভার ?
আছে জাগি’ বৈশাখের তীব্র জ্বালা দীপ্ত ভয়ঙ্কর
মিলনের ছায়াঘেরা ঘর—
সেথা হ’তে এসেছি বাহিরে
সামান্যের ভীড়ে,
গেছি ভুলে আনন্দের হাসি,
পরেছি যাচিয়া গলে অশান্তির ফাঁসি,
কর্ম্মময় শ্রান্তিপূর্ণ আমার জীবন
কোন্ স্তব্ধ ক্ষণ
নিঃশব্দে ছাড়ায়ে গেছে প্রেমের প্রভাতে
আজি এই বিচ্ছেদের রাতে।

ডাকিয়ো না,—‘পান্থ, ফিরে চাও’—
অতিথি তোমার দূরে হইল উধাও
মাতিতে দুঃখের সাথে রণে।
দৈন্য যেই ক্ষণে

দেহে মনে সংসারেতে হতাশার শ্বাস
রেখে যাবে, ধূলিলিপ্ত বাস,
ভাল লাগিবে না কিছু আর,
সেই ক্ষণে মনে হবে বৃথা এ সংসার ;
বিরলে ভাবিব এ জগৎ
কত দীর্ঘ কণ্টকিত পথ
আশা ছায়া হীন,—
যাতনা সহিতে হবে রুদ্ধ ওষ্ঠে দৃপ্ত উদাসীন,
কেহ থাকিবে না স্বপ্নে বাড়াইতে হাত,
অসন্তোষে রাত
অনিদ্রায় কেটে যাবে শূন্য নিঃস্ব ম্লান,
পরাজয় ব্যথা অপমান
ভ্রূক্ষেপে ভুলিতে হবে, আপনারে দিতে হবে বলি
প্রত্যহের ক্ষুদ্রতায় হাসিমুখে মিলায়ে সকলি,
কহিতে পাব না কিছু খুলে কারো কাছে
একাকী থাকিতে হবে ; সান্ত্বনা কে বাহিরে বা যাচে ?
বক্ষে ক্ষুধানল ল'য়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে এ অচেনা
পথ প্রান্তে লুটাইবে ; কেহ থাকিবে না
স্নেহে প্রেমে শুধাইতে তুচ্ছ মোর নাম।
—এই লিখিলাম।

স্বপ্ন গেছে টুটে ;
ছিন্ন সূত্রে মালা তব ধূলিতলে লুটে,

সেই ক্ষণে থাক যদি দূরে
পরাণ বন্ধুরে
হয়ত রবে না মনে, হয়ত চকিতে
কভু অলক্ষিতে
ইচ্ছা হবে আমারে ফিরাতে
সেই স্তব্ধ বিরহার্ত্ত নিরুপায় রাতে,
ফিরাইতে তোমার হৃদয়ে
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে।

কোথা দূরে তব স্নিগ্ধ মিলন আগার?
এ হৃদয়—এ ত শুধু শুষ্ক পত্রভার,
এই দিল আমারে দেবতা;
যাহা দিলে আমি কিন্তু বিনিময়ে তা'
দিতে নাহি পারিব তোমারে।
কত সুখে যারে
ফুল দিয়ে সাজায়েছি আজ পূর্ণিমায়
কাঁটা দিয়ে সাজাব তোমায়?
আমার এ ভরা দুঃখ কর্ম্মের পশরা
সর্ব্বসুখহরা
রহিল আমারি; তোমার নিকুঞ্জে
ঘন পুষ্প পুঞ্জে
যে সৌরভ তার মাঝে স্মরো এ নিষ্ফলে,
আপনি তা হ'লে
মোর সাথে দেখা হবে সুখে বার বার
সংসারের সীমার ওপার।

আষাঢ দিবসে

প্রতি বর্ষে এই দিনে মেঘম্লান আলোকে আঁধারে
ফিরে আসি দূরান্তরে তোমার জীবনে নবদ্বারে
সাগ্রহে রভসে আশে, কাব্যলোকে শ্যাম বীথিকায়
বেতস নিকুঞ্জ তলে ক্বণিত নূপুর শিঞ্জি’ পায়
আস যেথা প্রিয় অভিসারে। তোমার পৃথিবী হ’তে
নির্ব্বাসিত কবি দূরে তব কেশ সৌরভের স্রোতে
পথ খুঁজে সারা বর্ষ ; মনে মনে করিতেছে ধ্যান,
মেঘ উত্তরীয় প্রান্ত নভস্তলে মুছে ব্যবধান।

আত্ম সমর্পণ আশে শেষ করি’ দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
এড়ায়ে অতীত অশ্রু আনিলাম পুষ্পিত শাখায়
মৌন প্রীতি অভিজ্ঞান। আজিকার আষাঢ় দিবসে
তোমার ও বল্লীকুঞ্জে যেথা তম মূরছে বিবশে,
সশরীরী হে বিদ্যুৎ, উদ্ভাসি’ পরশো তারে ; যদি
ভাল লাগে লহ মোরে মোর শেষ অণুটি অবধি।

নব মেঘদূত

তৃপ্তিহীন কত সাধ আশা
বাদলের মিনতি আকুল
বক্ষতলে পাতিয়াছে বাসা
বাসনার বিকচ মুকুল।

আমার জীবন 'পরে কার
অতল সলাজ নত আঁখি
রাখিয়া গিয়াছে জলভার
মেদুর মেঘের ছায়া আঁকি'।

যাহার জীবন হ'তে মোর
সাতটী সাগর ব্যবধান
পাঠাল সে কি এ স্মৃতিডোর
রচিল মনেব সেতুখান ?

সে আজ পাঠাল মেঘে লিপি
ভুলিয়া ছিলাম যারে ভীড়ে,
আমার ভাবনা মরে কাঁপি'
তাহারে, তাহারে শুধু ঘিরে।

পথিক মেঘের হাতে দিয়ে
পাঠায়েছি মনটী আমার
বেদনায় তাহারে জাগিয়ে
বেজে যাবে বাদল ধামার।

হাজার লোকের মাঝে থেকে
সেই খালি বুঝিবে এ বাণী,
চপলা চমক দিয়ে চোখে
স্মরাবে আমারি কথা খানি।

সব কাজে সুখেতে দুখেতে
তার গলে যে মালা জড়ানো
তার প্রিয় পরশে বুকেতে
জাগিবে যে মিলন হারানো।

যুক্ত করে আমারে চাহিয়া
সংসারের আকাশের পানে
তাকাবে সে ; কপোল বাহিয়া
বিন্দু অশ্রু ঝরিবে, কে জানে !

অন্ধকারে পথরেখা লীন,
নদী তট ছল ছল করে,
ছায়ালোকে দিবস মলিন
মুদি' আঁখি পুলকে শিহরে ;

দিগন্তর কহে কত কি যে,
বদ্ধদ্বার গৃহগুলি দূরে,
একা মৌন পথ গুলি ভিজে,
বৃষ্টি পড়ে সশঙ্কিত সুরে।

প্রেমরাগ

বাঁশ বন থর থর কাঁপে
দীপশিখা নিভে বুঝি আসে,
হাত তুলে গাছগুলি ঝাপে
ডাক দেয় বাহিরে বাতাসে।
সারা সন্ধ্যা রহিয়া রহিয়া
দোহা লাগি' করি আতি পাতি,
অধীর ব্যাকুল দুটি হিয়া—
একেলা কাটেনা সারা রাতি।

যে পথে পাখীরা নাহি চলে
এলোচুল মেঘেরা ছড়ায়,
যার পাশে কাশবন দুলে,
তৃণ শিখা যে পথ ভরায়,
যে পথেতে নীপের অঞ্জলি,
যেথা ডাকে উতলা কলাপী,
উঠে শ্যাম তমাল চঞ্চলি'
সে পথ ব্যথায় রহে ব্যাপি'।

বাতায়নে দুটি হিয়া চায়
মেঘম্লান সুদূর আকাশে;
দেহসীমা পলকে হারায়
দুটি মন দোহা ভালবাসে।
বিশ্ব জুড়ে বেদনা লুটায়
মেঘ মুছে দেয় ব্যবধান,
একেতে দুজন মিলি' যায়—
সারা রাত্রি কাজরীর গান।

চিরদিনের সুর

বহু আগেকার প্রেম এই পূর্ণ ব্যাকুল নিশীথে
বার বার ফিরে আসে সুপ্তিহীন বাদলের গীতে,
স্মরায় হারাণো দিন! সে সময় ছিল যেই গান
তারালোক হ'তে লুঠি' আনে ফিরে তাহার সন্ধান,
দূর জন্মান্তর ভেদি' সেদিনের পরাণ বধূরে
সাজায়ে আনিয়া দিল মোর পাশে পুরাতন সুরে।

যুগে যুগে পরাইনু তার গলে যে মল্লিকা মালা,
সোহাগে ঢাকিয়াছিনু উত্তরীয়ে মধুগন্ধ ঢালা,
যে ভাষায় ডাকিলাম কাণে কাণে মৃদু হাতে ধরি',
যে ডাকে পরাণ ছাপি' উথলিল তার হিয়া ভরি'—
সে মালা নবীন হ'ল, অনুরাগে রাঙা উত্তরীয়,
সে ভাষায় সেই ডাকে সাড়া দিল মোর কাণে প্রিয়
পুরাতন প্রেমে। এমনি অনন্তকাল বারে বার
বেজেছে বাদল সুর পুরাতন চিরদিনকার।

বন্ধু

বন্ধু, এখন চলে যাবে তুমি দূরে
সাঙ্গ হবে যে দুদিনের হাসি গান,
পারিব না আর রচিতে স্বপ্নপুরে
যে সুখ রাত্রি হ’য়ে যাবে অবসান ;
বেদনা ঘনায়ে আসিছে ভুবনে নত,
এমন আলোক আসে নি জীবনে শত,
ক্ষণিকের খেলা বসন্ত মায়া মত
পরশি’ তোমারে মিলাইয়া যাবে দূরে ;
কি হবে স্মরণে মধু আবরণে বরি’—
বিদায় দিতে যে হইবে জীবনবঁধুরে ।

বন্ধু রে, কত সাধ আশা দিয়ে ঘিরে
সৃজন করেছি মোদের অমরাখানি,
কতবার ঢালি’ হৃদয় সরসীনীরে
পুষ্পের মত ফুটায়েছি প্রেমবাণী,
গন্ধমদির অন্ধকারের তলে
বিধুর হেরেছি মধুর পদ্ম দলে,
জীবন যমুনা অতল তিমির তলে
একটী চাঁদিনী শতধা হইয়া লুটে,
সন্ধ্যা বন্দে মোদের মিলনতীরে,
ঝিল্লী স্বনেছে, পাপিয়া গাহিয়া উঠে ।

বন্ধু

বন্ধু, মোদের উৎসব সভা গেহ
সজ্জিত ছিল তোমার আলোক দিয়ে,
আমি সেথা কবি ; অন্তর ভরা স্নেহ
মুগ্ধ শুনেছে আপন চিত্ত নিয়ে ;
উষসী খুলেছে মাধুরী জড়িত আলো,
প্রদোষ ঢেলেছে তন্দ্রা জড়ানো কালো,
তার মাঝে সব লেগেছিল মনে ভালো,
মাধুরী জড়ায়ে অধীর হৃদয় ভার
তোমারে দিয়েছি, তৃপ্তি কমল মোর,
কল্পনা মালা নিয়েছ কণ্ঠহার ।

বন্ধু, এ ভরা বিশ্ব নিঃস্ব করি'
লুঠিয়া এনেছি সহস্র সুখরাশি,
মাধবী কুঞ্জ গুঞ্জনতানে ভরি'
মুখর করেছে মধুকর কত হাসি',
বকুল ফুটেছে আকুল সন্ধ্যাকালে,
ঝরেছে রভসে তোমার হৃদয়ে ভালে,
আবেশে বিকশি' কুসুমিকা মধু ঢালে,
তার মাঝে তুমি বসেছ, হেসেছ. প্রীতি
উৎস উথলি' সিক্ত করেছে মোরে,
মৌনে শিহরি' কাঁপিছে পাগল স্মৃতি !

প্রেমরাগ

বন্ধু, মোদের নাহি যে সময় হাতে,
যেতে হয় একা বন্ধুর গিরি দরী
পার হয়ে কত, থাকে না ত প্রিয় সাথে,
মিছে অন্তর মত্ত কাঁদিছে মরি' ;
প্রান্তর পারে অস্তগিরির লালে
উদ্ভাসি' উঠে হৃদয় শোণিত ভালে,
ঊর্দ্ধ সাগরে একমনে পাখী পালে
গৃহপানে যায়, কেহ না তাকায় ফিরে ;
এই ত জীবন ! পৃথিবী সুদূরে রবে
আসিবে যখন দুঃখ ক্লান্তি ঘিরে ।

বন্ধু, জান না হেথায় বিপুল নদে
নাহি পার কোথা, আলোক রশ্মি নাই,
ভেসে যেতে হয় অন্ধ শিথিল পদে,
যদি কোথা উঠে প্রাণের রত্ন পাই
তাও ত্যজে হায় উন্মাদ কালো জলে
ঝাপায়ে পড়ি যে নিঃশেষ আশা বলে,
এই কি জীবন ? প্রিয় ধ্রুবতারা ব'লে
যাহারে চিনেছি তারেও ত্যজিয়া আসি ;
শান্তির আশা উচ্ছ্বাস ভাষা কই ?
মৃত্যু স্রোতেরে এতই কি ভালবাসি ?

বন্ধু, তবুও তোমার পরশ রাগে
অমৃতবিন্দু প্রলেপ দিয়েছে অঙ্গে,
স্মরণ সিন্ধু মথিয়া কেবলি জাগে
আমার যা কিছু লভেছি তোমার সঙ্গে ;
নিভৃত হিয়ায় লেগেছে পুলক দোলা,
তোমারি চিন্তা মরণ ক্লান্তি ভোলা ;
তুমি নাই পাশে, নাই মৃদু কথা বলা,
একাকী বসিয়া ধ্যানেতে ভাবি যে মনে
যে জীবন আমি কাটিয়েছি তব সাথে
লক্ষ জনমে মিলিব কি তার সনে ?

বন্ধু, কঠিন সংসার মরু পথ
নাই ছায়া জল, আছে শুধু ব্যথা শ্রান্তি,
দেখা দেয় না ত নব মলয়ের রথ
শীতের ধ্বংস নাশিয়া ছড়াতে শান্তি ;
বিছাইয়া গেছ তোমার কমলগুলি
ঢাকিয়া দিয়াছ ঊষর মরুর ধূলি
আমি সুখে তাই স্মৃতির মৃণাল তুলি’
রচিয়া লয়েছি স্বপন শয্যাখানি ;
আমার জীবনে বিলায়ে জীবন তব
দিয়েছ আমারে তোমার অমৃত আনি’ ।

পরম মুহূর্ত্ত

এ মুহূর্ত্তটীরে
আসা যাওয়া সময়ের তীরে
হারায়ো না বহুদূর বিস্মৃতির দেশে ;
কাল কত ভেসে
কোথা যায় কে জানে ঠিকানা,
স্বর্গ হতে আনা
এ মুহূর্ত্তটিরে
তিলোত্তম সাধখানি ঘিরে
রচেছিনু মনে
তোমার স্মরণে।

কত স্বপ্ন ভাঙ্গে চোরে গড়ে,
কত সত্য ভিত্তি হারা ভূমিতলে পড়ে,
আমিই একাকী
যাই রাখি'
আমার সকল
যা কিছু দিবার আছে—আপনি সম্বল

বিশ্ব জুড়ে কত যাওয়া আসা,
নিত্য কাঁদা হাসা,
নিরাশার দুঃখ ক্ষতি মরণের ভারে,—
চুপি চুপি এড়াইতে তারে
পারি না যে ; মুখরিত মহাকাল রথচক্র তলে
ছিন্ন ভিন্ন নিষ্পেষিয়া ফেলি' দিবে কোথায় সবলে ;
মুছে যাবে এ পুরাণো নাম—
তুচ্ছ পরিণাম !

ভুলিয়ো না তারে
কত বার তব কণ্ঠহারে
যোগায়েছি ফুল ; তা সবার সেরা
প্রিয় নামে ঘেরা
এ কুসুম কোথা ফেলিয়ো না,
এরে ভুলিয়ো না।

পূর্ণিমা

এই কি তোমার প্রেম পূর্ণিমায় কাণে কাণে কহ,
হে অন্তরচারী,
মিলনের স্বপ্ন শেষে বিচ্ছেদের রাত্রে অহরহ
গগনে বিহারি'
যে দূতীটা দেখা দিত, চলে যেত আশা জাগাইয়া
হাসিয়া নিমেষে
সে কি আজ দেখা দিল অভিসারে ব্যথারে দলিয়া
পূর্ণিমার বেশে ?

চির তৃপ্তিবিহীনের অন্তরালে রহিয়া অদূরে
আর্ত্ত ব্যবধান
রচেছিলে সংগোপনে আপনি যে ছলিয়া বঁধুরে,
প্রাণে প্রাণে টান
খসাল কি তারে ভুলে তোমার এ আত্ম নিবেদনে;
ত্যজি' নির্ব্বাসন
তাই কি আসিলে কাছে পূর্ণতার অসহ বেদনে,
অনন্তের ধন ?

কূলহারা কামনার শান্তিময় সুষুপ্তির পারে
তোমার সম্ভাষে
জাগে যে লহরী লীলা হৃদয়ের কিনারে কিনারে
আলোকের ভাষে,
তোমার হাসির ছায়া আকাশেরে সাজায়ে অশেষে
রহিল না দূরে ;
ধরা দেছ আপনায় মুগ্ধ রাত্রে অসীমের দেশে
মানস মুকুরে ।

বহুদিন প্রতীক্ষার অবসানে এক রাত্রি দেখা
সোণার মন্দিরে
নিশান্তের অপরূপ তোমার এ রূপজ্যোতি লেখা ;
হৃদয়ে বন্দীরে
তবু যে ত্যজিতে হবে শিশিরাশ্রু মুছিয়া গোপনে,
ক্ষণিকের খেলা,—
এত কি মিছার দুঃখ রুধি যারে প্রভাতে স্বপনে
একান্ত একেলা !

এ পূর্ণিমা যাবে চলে, লুপ্ত হবে মধুর উচ্ছ্বাস
অমলিন প্রীতি,
কোথাকার বিন্দু সুখ কোথা যায় ফেলিয়া নিঃশ্বাস,
শুধু জাগে স্মৃতি :

প্রেমরাগ

কেহ জানিবে না কিছু মিলায় যে উৎসবের বাঁশী
শ্রান্ত উদাসীন,
চরণ রেখারে মুছে লুকাইবে অতৃপ্তিতে হাসি
পরিচয় হীন।

শুধু কতটুকু সুখ আশঙ্কায় উৎকণ্ঠ ব্যাকুল
কতক্ষণ তরে!
প্রতিটি নিঃশ্বাস সাথে কাঁপি' মরে মরম মুকুল
পলক ভিতরে;
কেমনে ভুলিয়া যাপি কোন্ প্রাণে সায়াহ্ন আঁধার
ক্লান্ত অবসরে?
বিধুর বাতাস বহি' আনে ঘন স্মৃতির সম্ভার
জীবন দোসরে।

সেও ভাল! শক্তি নাই লুকাইয়া অনির্ব্বচনীয়ে
চাহি যে ঢাকিতে,
জীবনে আনন্দ বিন্দু অনন্ত সে নিমেষের প্রিয়ে
পারি না রাখিতে;
একটী অমৃত স্পর্শ হৃদয়ের কুসুম কোরকে
বহিয়া সমীরে
চলিছে অম্বর পানে ভুলাইয়া দুঃখ ক্লান্তি শোকে
গন্ধসম ধীরে।

প্রত্যাবর্ত্তন

আবার আসিনু ফিরে—দূরে যত অন্যমনে ঘুরি
তত মোর ছেড়ে আসা অনুপম প্রেমের মাধুরী
জাগায় আহ্বান প্রাণে, কাণে কাণে কয় মৃদুভাষে
চিনিতে আপনা, জানিতে এ যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে,
যে বাণী গোপন ছিল মুক্তার মতন অন্তরালে
স্বীকার করিতে তারে, বরণ টীকার মত ভালে
বহিতে গৌরবে। তাই অরণ্যের পল্লব মর্ম্মরে
দীর্ঘ দূর যাত্রাপথে কল্লোলিত অসীম সাগরে
বার বার খুঁজে ফিরি সুন্দরের স্পর্শ লেখা খানি,
সঙ্গীত আভাস তার, পদচিহ্ন টুকু ; জানি জানি
তারি দেয়া স্পর্শমণি এ ভুবনে অলখে বিরাজে ;
তাহারে খুঁজিয়া মোর চির যাত্রা শেষ হ'ল না যে।
আবার আসিনু ফিরে তাই—আজ তোমারে যে চিনি,
জীবনের কাছে তব স্পর্শ বিনা রয়ে যাব ঋণী।

মিলন

আবার ডাকিলে মোরে।
ভেবেছিনু সব হল শেষ
আজিকার মত খেলা ; নাহি রবে বিন্দুমাত্র লেশ
গত চিন্তা, সাঙ্গ কাজ, নিরুদ্ধ প্রয়াস—কোন ক্ষোভ
অকৃত কর্মের লাগি', অকথিত বাণী তরে লোভ
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তৃষা—নাহি রবে ; অফুরাণ আশা
বাসনা বিভল হয়ে রবে না লুটায়ে ; ব্যর্থ হাসা
মর্ম্মান্ত রোদন সাথে উঠিবে না ফুটে।

যাও ভুলে
তোমারে চেয়েছি কভু ; অনায়াস ছলনারে তুলে
করো না বঞ্চনা আপনায়, মিছার কল্পনা জালে
রচিয়ো না স্বপ্ন সহচরে ; তব অমলিন ভালে
দিয়ে যাই শেষ টীকা মোর।

এ মোর সান্ত্বনা নহে
ক্লান্ত প্রাণে ধূলি পথে অন্যমনে ভুল বোঝা ব'হে
উন্মুখ হৃদয় পদ্ম নিজ হাতে নাহি খোল যদি
অনন্ত নিখিলপুরে সযতনে ; কাল নিরবধি
নিরুপায় প্রশ্নাতীত—তোমা হ'তে রচিল আড়াল,
দীপালী উৎসব দিল ঢাকি'। মাঝে ব্যবধান কাল

মিলন

দেখিতে দিল না মোরে পূর্ণিমা রজনী, শ্রী হারায়ে
সে চাঁদ আঁধার কোলে থমকিয়া রহিল দাঁড়ায়ে,—
মাঝে এল ছায়া।

আজ তুমি নাহি এলে। আমি জানি
একদা আসিবে তুমি; সেই শুভ অনন্তের বাণী
পরাণ গোপন পুরে উঠিছে মথিয়া; সে সময়ে
এ নিমেষ অনিমেষে মিশিবে তাহার সাথে। তুমি—
যে তুমি অনাদি হ'তে মোর তরে কত দেশ ভূমি
কত যুগ ধ'রে কত জন্ম ব্যেপে করেছ লঙ্ঘন,
যে তুমি সীমার মাঝে অসীমের অরূপ বন্ধন
নিলে পরি' গলে অনন্তের তরে ফিরি' অন্বেষিয়া
চিরযুগ প্রীতিময় স্মৃতিপূর্ণ প্রত্যাশিত হিয়া
লয়ে ভুলি' আপনারে,—সে তুমি যে ভুলে আপনায়
আমি হয়ে আসিবে আমার কাছে; আমি যে আমায়
হারাব তোমার মাঝে।

সে দিনো যে ভুবন ভরিয়া
ভারে ভারে আয়োজন; পৃথিবীর সকল হরিয়া
তিলোত্তম রূপে সাজি' রবে সুর মন্দাকিনী নদী
তার 'পরে বাহিবে তোমার তরী; ভোগবতী যদি
চপল লীলার লাস্যে আসে মরুমাঝে হবে হারা,
মনের মাণিক্য মঠে পূর্ণ হবে ঐশ্বর্য্যের ধারা;
এসেছ কি আস নাই তারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ তব বাণী,
অনন্ততে পরিপূর্ণ পাব তোমা—জানি, আমি জানি।

নবজন্ম

জীবন মৃত্যুর মাঝে তারা সম কাঁপিয়া কাঁপিয়া
কাটায়েছি কত নিশি আঁধার ব্যাপিয়া
সুখজ্যোতি হীন,
অসাড় রয়েছি ভুলে যোগনিদ্রালীন ;
সহসা এ কি এ হ'ল—নূতন আলোক
পরিপূর্ণ করে বিশ্বলোক,
ঘুম ভাঙ্গে, মোহ টুটে, মরণ নমিয়া সরে দূরে,
সহস্র জীবনহীন আঁধার জগৎ ঘুরে ঘুরে
চেতনা যে এই লভিলাম,
লহ এ প্রণাম।

অচল পাষাণ শৈলে কঠিন তুষার
গলিল কল্লোল রোলে, ছুটে পারাবার,
বাঁধন লুটায়ে পড়ে, ভয়ে কাঁপে শত দুঃখ ভুল,
প্লাবি' প্রাণকূল
তরঙ্গ দুলিয়া নামে তীরে তীরে ধ্বংসলেশ আঁকি,'
মৃত্যুর তাপের দাহ নাহি নাহি বাকী,
পূরে মনস্কাম ;
লহ এ প্রণাম।

নবজন্ম

স্বর্গে মন্দাকিনী হ'তে ধারা ঝরি' ঝরি'
তুলিয়া লয়েছে পূত করি'
মুক্তি স্নানে মম উৎসমুখ ;
তরঙ্গিত চঞ্চল এ বুক,
নিঃসীম নির্ম্মল নীল ছায়া নিল নিখিল গগনে
জয়যাত্রা ক্ষণে ;
সন্ধ্যার গৈরিক রাগ, উষার উষসী স্মৃতিদীপ
ক্লান্ত ভালে দিল স্নেহটীপ ;
মলিনতা মুছে ল'য়ে পূর্ণতায় প্রাণ হ'তে প্রাণে
ছন্দে গানে
আসিয়াছি নব মহিমায়
রূপ হ'তে অরূপ সীমায়—
আঁধারের রাজ্য পারে আলো গাহে তব মন্ত্রনাম
লহ এ প্রণাম।

অতীত সঞ্চয়গেহে পূর্ব্বজন্ম পদচিহ্ন গুলি
লেপিয়া মুছিয়া ছিল হতাশ্বাস ঝটিকার ধূলি—
অবসন্ন স্মৃতিধারা হয়েছে মুখর,
মহাস্রোতে শূন্যতার ভরিল অন্তর ;

সে সব অন্বেষি' ধীরে কত তাপ সহি'
এই তীরে এসেছি বিরহী ;
কতদূর জন্মান্তর, নাহি জানা কত সিন্ধুপার
অপরিচয়ের পথে লঙ্ঘিয়া প্রাকার
হেথা আমি আসিলাম ; এ কি মুগ্ধ শোভা
ক্লান্তমনোলোভা !
অনন্ত জীবন স্রোত ঝরে গলি' গলি'
দিনু তাহে আপনা অঞ্জলি—
নব প্রাণ নব প্রেমে এই সঁপিলাম,
লহ এ প্রণাম
এ প্রাণের পূর্ণ পরিণাম ।